ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 April, 2024 ■ আগরতলা ৯ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ২৬ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জনস্রোতে ভাসল চড়িলামের রাস্তা

মানুষের সাড়ায় স্পষ্ট, মোদীর উপর রাজ্যবাসীর সম্পূর্ণ আস্থা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর ত্রিপুরাবাসীর সম্পূর্ণ আসা রয়েছে। তাই নিশ্চিত লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র পুনরায় নরেন্দ্র মোদীর সরকার মসনদে বসবে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে চড়িলামে মেগা রোড শো শেষে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা।

এদিনের রোড শো তে উপসিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষুও দের্ববমা সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চড়িলামের রোড শো-তে সমর্থকদের ব্যাপক সাড়ায় স্পষ্ট এবারও প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। কারণ জনগণ নরেন্দ্র মোদীর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে।

পশ্চিম জেলা রিটানিং অফিসারের কাছে

সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি জানালো বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিতে সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমারের সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব জারিতা লাইটপ্ল্যাঙ। তিনি জানান, লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার কংগ্রেসের প্রচার সজ্জা নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা করেছেন রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে। মূলত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এদিন দাবি জানানো হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।

এ বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার ডঃ বিশাল কুমার জরুরী সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে একই দিনে সিপিআইএমের নেতৃত্বরাও পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের রিটার্নিং অফিসার ডা: বিশাল কুমারের সঙ্গে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন। এরপরই পশ্চিম সাংবাদিক সম্মেলন করে এবিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন পশ্চিম জেলার সিপিআইএম ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত সহ সদর সিপিএম সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলি সহ অন্যান্যরা।

শংকর প্রসাদ দত্ত এদিন ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের প্রচার সজ্জা নষ্টের অভিযোগ তুলেছেন। এদিকে তিনি এই ঘটনায় বিজেপিকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেন সাত রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে যেখানে ই বামেদের প্রচার সজ্জা লাগানো হচ্ছে, সেখান থেকেই এ প্রচারসজ্জাকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে বারবার লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়াও দলীয় কর্মীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তবে প্রশাসনের ভূমিকায় এ বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শংকর প্রসাদ দত্ত।

ফলে এদিন রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে দেখা করে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে যাবতীয় ঘটনাবলী খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবী জানিয়েছেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা।

খুমুলুঙে তিনদলের নির্বাচনী সভায়

রাজ পরিবারের রক্তে বেঈমানি নেই আছে সিপিএম ও কংগ্রেসের রক্তে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। রাজ পরিবারের রক্তে বেঈমানি নেই। বেঈমানি কংগ্রেস ও সিপিএমের রক্তে রয়েছে। তারা রাজ্যের মানুষের সাথে বেঈমানি করেছে। আজ খুমুলুং- এ নির্বাচনী সমাবেশে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব চাঁচাছোলা ভাষায় সিপিএম ও কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন।

তাঁর কটাক্ষ,ত্রিপুরায় ৩৫ বছরের শাসনকালে কংগ্রেস ও সিপিম জনজাতি মানুষের সাথে বেঈমানি করেছে। কিন্তু বিজেপি সরকার কখনো জনজাতিদের সাথে বেঈমানি করে নি। বিগত দিনে জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থেই কাজ করেছে এবং আগামীতে ও কাজ করবে বলে দাবি তাঁর।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকার আসলেই ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়ন হবে। তাই ত্রিপুরার দুইটি লোকসভা আসনে পদ্ম ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও ত্রিপুরার ৪ বারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কখনো জনজাতিদের সন্মান করেন নি। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার রাজবরিবার ও জনজাতিদের সন্মান দিয়েছে।

তাঁর কথায়, রাজ পরিবার বেইমানি করতে পারেনা। কিন্তু কংগ্রেস, সিপিএম প্রচার করছে বুবাগ্রা বেইমানি করেছে। আসলে রাজ্যের মানুষের সাথে বেইমানি করেছেন মানিক সরকার।

এদিন তিনি জোর গলায় দাবি করেন, আগামীদিনে জনজাতিদের হিতে কাজ করে যাব। প্রত্যেক জনজাতিদের ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

নিখোঁজ বধূর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। সোমবার দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বলদাখাল পাকা ব্রিজের নিচ থেকে এক মহিলার ভাসমান মৃতদেহ হাওড়া নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, দুদিন নিখোঁজ থাকার পর হাওড়ার জলে এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আগরতলা রেশমবাগান এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম জয়ন্তী দেবনাথ(২০)। স্বামীর নাম চন্দন দেবনাথ। সোমবার দুপুরের পর বলদাখাল এলাকায় ব্রিজের পাশে হাওড়া নদীর জলে গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গৃহবধূর স্বামীর দাবি জয়ন্তী দেবনাথ মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিল।

রবিবার সকালে বাড়িতে কিছু না বলে স্বামীর বাড়ি থেকে সে বের হয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্বামী পূর্ব আগরতলা থানায় স্ত্রীর নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। এর মধ্যেই সোমবার দুপুরের পর বলদাখাল এলাকায় হাওড়া নদীর জলে এক মহিলার মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। পরিবারের লোকজন গিয়ে এই মৃতদেহটি জয়ন্তী দেবনাথের বলে সনাক্ত করেন। জয়ন্তী দেবনাথের দুই বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। জয়ন্তী দেবনাথের এই অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় মহলের অভিযোগ এই গৃহবধূকে স্বামী এবং শাশুড়ি প্রচন্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে শহরে আইনজীবীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনে দুটি কেন্দ্রে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করতে প্রচারে ঝড় তুলছে শাসক দল বিজেপি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে এলাকার বিধায়ক মন্ত্রী প্রত্যেকেই প্রতিদিন উৎসবের মেজাজে প্রচারে অংশগ্রহণ করছেন। এবারে বিজেপি প্রার্থীকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জয়ী করার দাবিতে প্রচারে নামলেন আইনজীবীরা। সোমবার ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির লিগ্যাল সেলের পক্ষ থেকে এক রেলির আয়োজন করা হয়। এদিন আইনজীবী সুবল ভূমিকে নেতৃত্বে আইনজীবীদের এই রেলি আদালত চত্বর থেকে শুরু হয় শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিন সুবল ভৌমিক রাজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জয়ী করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফর নিয়ে কর্মীদের সজাগ করলেন রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা , ৮ এপ্রিল ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ১০০ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করতে বুথ-স্তরের সমস্ত কর্মীদের একত্র হয়ে কাজ করতে হবে। আজ ১৫-কমলসাগর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সংগঠনিক সভায় অংশগ্রহণ করে কর্মীদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি, নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ-স্তরের সমস্ত কর্মীদের বাড়ি বাড়ি জনসম্পর্ক অভিযান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভট্টাচার্য দলীয় কর্মীদের জানিয়েছেন সম্ভবত ১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরা সফরে আসবেন এবং এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে একটি বিশাল জনসভায় অংশগ্রহন করবেন। তিনি এই সমাবেশকে সফল করতে এবং তৃতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন, বরখাস্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি লংঘন করার অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন শ্রীপার্থ প্রতিম দেবরায়। আজ স্মিতা মল এম এস, অধিকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার দ্বারা স্বাক্ষরিত আদেশপত্র এফ.৫(১২৫)-ডিইই/ডিপি/২০২৪/৩০ মূলে পার্থ প্রতিম দেবরায় চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। শ্রী দেবরায় সদর মহকুমার নবীন পল্লী জেবি স্কুলের আন্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন।

কমান্ডেন্ট, টি এস আর সপ্তম ব্যাটেলিয়ান, স্বাক্ষরিত আদেশপত্র নং ১২৯/টি এস আর-৭/এস ইউ এস পি/ইএসটিটি/২০১৮/৩৬১৪-২৬ মূলে টি এস আর সপ্তম ব্যাটেলিয়ানের কর্মী শ্রী কিষান দেববর্মাকে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে আজ চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। অন্যদিকে নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা, অধিকর্তা, মধ্যশিক্ষা স্বাক্ষরিত নংএফ৫(১৪০৩৩)এসই/ইডি)/২০২৪ মূলে গত ০৭.০৪.২০২৪ ইং, মোহনপুর মহকুমার গোপালনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী(নাইট গার্ড) রসু চৌধুরীকে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লংঘন করার অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

তেলের ড্রামে কোটি টাকার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৮ এপ্রিল।। তেলের ড্রামে ভরে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে গাড়িসহ প্রায় কোটি টাকার গাজা উদ্ধার করেছে আমবাসা থানার পুলিশ। এদিন এই ট্রাক থেকে ১৪ টি গাঁজা বোঝাই ড্রাম উদ্ধার হয়েছে। গাড়ি এবং গাড়ির চালককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আমবাসা থানাধীন বেতবাগান নাকাপ পয়েন্টএ এই গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছে গোপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৮ এপ্রিল।। পানীয় জলের দাবিতে ফের পথ অবরোধ। জানা যায়, ফটিকরায় বিধানসভায় সাধারন নাগরিকরা পাচ্ছেন না বিশুদ্ধ পানীয় জল।

তাই রাস্তা বন্ধ করে রাখলেন পাহাড়ি জনজাতিরা।

লোকসভা ভোটের একেবারে প্রাকমুহূর্তে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন জনজাতিরা। ঘটনাটি ফটিকরায় বিধানসভার ডেমডম এলাকায়। লোকসভা ভোটের বাকি মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন। আর তার প্রাক্কালে বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে ত্রিপুরার ৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধে বসলো জনজাতি ভোটাররা।

ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভার ডেমডম এলাকায় সোমবার সকাল থেকেই পথ অবরোধের জেরে বন্ধ ছিল যানচলাচল।

জাতীয় সড়কে বালতি কলস ঘটি নিয়ে মহিলা পুরুষ জনজাতিরা রাস্তায় নেমে পড়ে। অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যাত্রীদের।

এই এলাকার রোমন চৌধুরীর স্কুল টিল্লা গ্রামে জনজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন।

পানীয় জলের জন্য পুকুর ছড়া কিংবা পাহাড়ের জল পান করছেন। এতে তাদের জলবাহিত বিভিন্ন রোগের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে।

পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে নেতা মন্ত্রীদের কাছে গিয়েও তাদের সমাধানের ব্যবস্থা হয়নি তাই এই আন্দোলনে সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিন রাস্তা অবরোধ করেছেন তারা। আসাম আগরতলার ২০৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধে বসেন তারে। অবরোধেরখবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় ফটিকরায় থানার পুলিশ সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা। তারা কথা বলেন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পরে সবার আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন অবরোধকারীরা।

কেরলে কুস্তি, ত্রিপুরায় দোস্তি বাম-কং নিয়ে প্রদ্যোতের কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। কেরলে কুস্তি এবং ত্রিপুরায় দোস্তি সিপিএম ও কংগ্রেসের। এই নীতির কারণেই ত্রিপুরায় কংগ্রেস শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ খুমুলুঙ-এ নির্বাচনী জনসভায় সিপিএম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

তাঁর কথায়, জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে লড়াই করে যাব। কিন্তু কখনো জনজাতিদের ধোকা দেব না।এদিন তিনি বলেন, পাঁচ বছর পূর্বে কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে সিপিমের বিরুদ্ধে লড়াই করেও জয়লাভ করতে পারেনি। কারণ তৎকালীন সময় থেকেই রাজনৈতিক বিরোধিতার আড়ালে সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে চির মিত্রতা ছিল। তাই বরাবরের মতো কংগ্রেস ত্রিপুরাকে সিপিএমকে হাতে বেঁচে দিয়ে ছিল।

তাঁর কটাক্ষ, কেরলে কুস্তি এবং ত্রিপুরায় দোস্তি করছে সিপিএম ও কংগ্রেস। এই নীতির কারণেই কংগ্রেস ত্রিপুরায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর বহু কংগ্রেস নেতাও কর্মী বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে আশা ব্যক্ত করে বলেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে সিপিএমকে ভোট না দিলে কংগ্রেস কর্মীদের চাকুরী দেওয়া হত না। আজ সেই কংগ্রেস কর্মীরা সিপিএমকে ভোট দেবে। তাই প্রদ্যোত প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীকে সিপিমকে ভোট দানে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার জনজাতিদের উন্নয়ন একমাত্র বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের দ্বারাই সম্ভব।

জোর গলায় এদিন তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের বাহুবলী দেখাচ্ছে সিপিএম। রাজপরিবারকে বাদমান করার চেষ্টা করছে বিভ্রান্তকারী কংগ্রেস ও সিপিএম। কিন্তু তা করে লাভ হবে না। কারণ এখন ত্রিপুরাবাসী আর বোকা নেই। এখন যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৮০ ▫ ৯ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ২৬ চৈত্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ক্যানসার রাজধানী ভারত!

ডায়াবেটিসের মতোই ভয়ংকর প্রবণতা দেখা দিয়েছে ক্যান্সারে। ভারতকে একদিকে যেমন ডায়াবেটিকের রাজধানী বলা হয় ঠিক তেমনি বর্তমানে ক্যান্সারের রাজধানী বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। ইহার মূল কারণ ভারতে ডায়াবেটিক ও ক্যান্সারের সংখ্যা বিশ্বের অন্যান্য যে কোন দেশের চাইতে অনেক বেশি। ভারতে ডায়াবেটিক ও ক্যান্সারে বেশিরভাগ মানুষ মারা যাইতেছেন। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে মানুষকে রক্ষা করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকার ও দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ পরিস্থিতি সামাল দিতে সাধ্যমত চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। তাহা সত্য পরিস্থিতি দিনের পর দিন অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে। মারণ ব্যাধি হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। গোটা বিশ্বেই থাবা বসাইয়াছে মারণ ক্যানসার ! প্রতি বছর বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় কর্কট রোগে আক্রান্ত হইয়া। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িতে লড়াই চালাইতেছেন গবেষকরা। চলিতেছে গবেষণা। কিন্তু পরিস্থিতি দিনে দিনে আরও ভয়ঙ্কর হইতেছে। পরিসংখ্যান বলিতেছে, আগামদিনে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা আরও বাড়িবে।২০৫০ সাল পর্যন্ত সংক্রমণ আরও বাড়িবে। ক্যানসার ডেটা অনুসারে, ২০২৮ সালে গোটা বিশ্বে ক্যান্সারের আনুমানিক ২০ মিলিয়ন অর্থাৎ দুই কোটি মানুষ আক্রান্ত হইবেন। শুধু তাই নয়, ৯.৭ মিলিয়ন অর্থাৎ ৯৭ লাখ এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হইবে মারণ রোগে আক্রান্ত হইয়া। বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, ২০৫০ সালে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতি বছর ৩৫ মিলিয়ন বা ৩.৫ কোটি”তে পৌঁছিতে পারে। অন্যদিকে গত দশকের পরিসংখ্যান করিয়া বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন ভারতেও এই গুরুতর এবং মারাত্মক রোগের ঘটনা বছরের পর বছর দ্রুত বাড়িতেছে।

বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় ভারতে এই সংক্রমণ অনেক বেশি। সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় সম্ভব হইতেছে না। ফলে সংক্রমণ দ্রুত গতিতে বাড়িতেছে। গবেষকরা বলিতেছেন, যেভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বাড়িতেছে তাহাতে ভারত ”ক্যানসার রাজধানী” হইয়া দাঁড়াইয়াছে।সম্প্রতি নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ (এনসিডি) একটি ডেটা প্রকাশ করিয়াছে। যাহা একেবারে চমকাইয়া দেওয়ার মতো ডেটা অনুযায়ী, যেভাবে দেশে ক্যান্সারের ঘটনা যে স্তরে বাড়িতেছে তাহা অবশ্যই উদ্বেগজনক। এমনকি গোটা বিশ্বে ক্যান্সারের যে হার আছে তাহাও ছাড়াইয়া গিয়াছে ভারত।তথ্য অনুযায়ী, যুব এবং বয়স্কদের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। অ্যাডভান্সড স্টেজে পৌঁছে যান। চিকিৎসকদের মতে, দিনের পর দিন শারীরিক করসত না করা, সারাদিন এক জায়গায় বসিয়া থাকা, খাওয়া-দাওয়া ঠিক না থাকা ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি হয়। যদিও কিছু ক্ষেত্রে জেনেটিক বা পরিবেশগত ঝুঁকির কারণেও হইতে পারে ক্যান্সার।মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট, ডিম্বাশয় এবং জরায়ুর ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি। অন্যদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট, মুখ ও ফুসফুসের ক্যান্সার খুবই সাধারণ। নির্ণয়ের গড় বয়স অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকই কম। এমন অবস্থায় সত্ত্বেও ভারতে ক্যান্সার স্ক্রিনিং অনেক কম।

বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তি ফিরেছে দক্ষিণবঙ্গে, সামান্য পারদ-পতন তিলোত্তমায়

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তি ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তাপমাত্রার পতন হয়েছে কিছুটা, খানিকটা গরমও কমেছে। এই পরিস্থিতিতে আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি চলতে পারে মঙ্গলবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে সারা সপ্তাহ জুড়েই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে। ঝড়-বৃষ্টির পর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপের দাপট কিছুটা হলেও কমেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তিন থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। সোমবারই কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি।

ইএম বাইপাসের ধারে জনবসতি এলাকায় আগুন, ভস্মীভূত একটি গুদাম ও দোকান

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ফের ইএম বাইপাসের ধারে ঘন জনবসতি এলাকায় অগ্নিকাণ্ড। সোমবার সকালে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। প্রগতি ময়দান থানা এলাকার বহিসতলায় সকাল ৬টা নাগাদ পুরনো প্লাস্টিক সামগ্রীর গুদামে আগুন লাগে। পাশে ডেকরেটর্সের দোকানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে প্লাস্টিকের গুদাম ও ডেকরেটর্সের দোকান। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

বীরভূমে আক্রান্ত বিজেপি, সাধারণ সম্পাদক-সহ ৩ জনকে মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল

বীরভূম, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ভোটের আবহে বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারে আক্রান্ত বিজেপি। মহম্মদবাজারের ভাঁড়কাটা গ্রাম থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত দলীয় বৈঠক সেরে বাড়ি ফেরার সময় রামপুরহাট ১ নম্বর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক নরেণ মিস্ত্রী-সহ তিন জন বিজেপির নেতা, কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

তাদের রবিবার রাতেই সিউড়ী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। রাতেই তাদের হাসপাতলে দেখতে আসেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। এই হামলার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি। শাসক দলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডিজিটাল মুদ্রা—নতুন দিশা হবে কি আর্থিক লেনদেনে !

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

একসময় বিনিময়ের মাধ্যম ছিল পণ্যসামগ্রী, তারপর এল ধাতব মুদ্রা, আরও পরে কাগজের টাকা। এবার এল ডিজিটাল মুদ্রা। অর্থের এই বিবর্তন, প্রযুক্তির উন্নতি—এই দুইয়ে আর্থিক দুনিয়াতে পরিবর্তনের প্রযুক্তির উন্নতি—এই দুইয়ে আর্থিক দুনিয়াতে পরিবর্তনের হাওয়া। নতুন নতুন মাইল ফলক। ২০২২ এর ১ ডিসেম্বর ভারতের অর্থনীতিতে নতুন পালক জুড়লো। চালু হলো সেন্ট্রাল ব্যাহক ডিজিটাল কারেন্সি (সিবিডিসি) বা ডিজিটাল মদ্রা। বর্তমানে গুটি কয়েক দেশে ব্লক চেইন প্রযুক্তিতে ডিজিটাল মুদ্রা চালু রয়েছে। এমনকি আমেরিকার মতো দেশেও ডিজিটাল মুদ্রা এখনও চালু হয়নি।

ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে—এ কথা অনস্বীকার্য। রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস), ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (এনইএফটি) মাধ্যমে যে কোনও সময়ে কমবেশি রিয়েল টাইমে টাকার লেনদেন করা সম্ভব। এছাড়াও ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস), ইউনিফায়েট পেমেন্টস ইন্টারফেসে (ইউপিআই) তাৎক্ষণিক লেনদেন সম্ভব হচ্ছে। আর শুধু ইন্টারনেট নয়, মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন রয়েছে ভারত বিল পেমেন্ট সিস্টেম। এখন রাস্তায় গাড়ি নিয়ে চলাচলে বিভিন্ন জায়গায় দিতে হয় টোল ট্যাক্স। আর এই ইলেকট্রনিকভাবে টোল দেবার বিষয়টি সহজ করে তুলতে রয়েছে ন্যাশনাল ইকেট্রনিক টোল কালেকশন সেন্টার। আর সবমিলিয়ে পেমেন্ট ইকো-সিস্টেমে ভারত এখন অএনক দেশের থেকে কয়েক কদম এগিয়ে। এবার নতুন আরও এক ধাপ। ডিজিটাল মুদ্রা (ই-রুপি) চালু করার বিষয়টি কয়েক বছর ধরেই সরকারি ভাবনায় ছিল। ২০২২-২৩ সালের কেন্দ্রীয় সীতারমন ঘোষণা করেছিলেন এই অর্থ বয়েই ডিজিটাল মুদ্রা চালু করা হবে। এই ঘোষণা মতো এ বছরের ১ নভেম্বর ডিজিটাল রুপি পাইকারি বা হোলসেল সেগমেন্টে চালু করা হয়। আর ১ ডিসেম্বরের খুচরা বা রিটেল সেগমেন্টে ডিজিটাল মুদ্রার পাইলট প্রজেক্ট চালু করা হলো। এই ডিজিটাল রুপি বা মুদ্রার পাইলট প্রজেক্ট চালু হল--- নিউদিল্লি, ভুবনেশ্বর, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই-এই চার শহরে। না- কলকাতায় পাইলট প্রজেক্ট চালু করা হয়নি। আর এই পাইলট প্রজেক্ট অংশীদার হচ্ছে চার ব্যাঙ্ক—স্টেট ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই, ইয়েস ব্যাঙ্ক এবং আইডিএফসি ফাস্ট ব্যাঙ্ক। পরে আসবে আরও চার ব্যাঙ্ক।

আমেরিকা সহ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বহু দেশে এখনও ডিজিটাল মুদ্রা চালু হয়নি। তাহলে আমরা কেন এই মুদ্রা চালু করলাম? এ প্রশ্ন স্বাভাবিভাবেই মনে আসে। এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অর্থ মন্ত্রকের বক্তব্য দেখে নেওয়া যেতে পারে। ডিজিটাল মুদ্রা বা সিবিডিসি সার্বভৌম কারেন্সি হওয়ায় কতকগুলি সুবিধা রয়েছে---বিশ্বাসযোগ্যতা, নিরাপত্তা, নগদের তারল্যতা, নিষ্পত্তির চূড়ান্ততা। ডিজিটাল মুদ্রার নিজস্ব এই সুবিধা ছাড়া অন্য যে কারণে শীর্ষ ব্যাঙ্ক ডিজিটাল মুদ্রা চালু করার, এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে সেগুলি হলো--- আমরা বাস্তবে যে কাগজের টাকা কয়েন ব্যবহার করি, তার অপারেশনাল বা নেট চালু রাখার খরচ অনেক—ডিজিটাল মুদ্রা চালুর মাধ্যমে সেই খরচে রাশ টানা। এছাড়া, অনলাইন লেনদেনে পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা আরও কার্যকর, দক্ষতার সঙ্গে করা যাবে। ডিজিটাল মুদ্রার আর একটি বড় সুবিধা— প্রান্তিক অঞ্চলে যেখানে ইলেকট্রিক নেই, মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই, সেখানেও ডিজিটাল মুদ্রার অফলাইন বৈশিষ্ট্যের জন্য সুবিধা প্যায়া যেতে পারে। বেশ কিছুদিন ধরেই বাজারে ক্রিপ্টোকারেন্সি বহু আলোচিত বিষয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো সাধাণণত বিকেন্দ্রীভূত ডিজিটাল অর্থ, যা ইন্টারনেটের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়। বিটকয়েন ২০০৮ সালে চালু হয়েছিল, এটি ছিল বিশ্বের প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি। আর বিটকয়েন এবং ইয়োরিয়ামের মতো অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি সরকারি অর্থের ডিজিটাল বিকল্প হিসেবে বেড়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি কোনও সরকার বা অন্য শীর্ষ ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। একটি সূত্রে প্রকাশ, বাজারে একুশ হাজার বিভিন্ন ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনাবেচা চলছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি খুব ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করে পথে বসতে হতে পারে। আর সরকারি কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সাধারণের পক্ষে আরও বেশি ঝুঁকি এই বিনিয়োগে। কিন্তু, বাস্তব সত্য হলো— ঝোঁক বাড়ছে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে—আর এর ফলে বাজারে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থাৎ বাজারে টাকার জোগানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সিবিডডিসি বা সরকারি নিয়ন্ত্রিত এই ভার্চুয়াল মুদ্রা চালুর আর একটা অন্যতম কারণ। ডিজিটাল মুদ্রা চালু করার প্রেক্ষাপট আলোচনা করার পর এই ডিজিটাল মুদ্রা ঠিক কি বাজারে চালু টাকা, কয়েনের সঙ্গে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। যদিও বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে এ নিয়ে কিছু চর্চা চলছে। এই মুখ নিয়ে আমরা দু'চার কথা বলে চলে যাবো, এই মুদ্রা চালুর প্রতিক্রিয়া, প্রভাব সেই প্রসঙ্গে। এই যে ডিজিটাল মুদ্রা চালু হলো তার কেতাবি নাম সিবিডিসি—পুরো কথায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি। (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিজিটাল মুদ্রা) বর্তমানে আমাদের দেশে যেসব টাকার নোট তার ডিজিটাল সংস্কারণ হলে এই ডিজিটাল মুদ্রা। বিভিন্ন মানের যেসব নোট চালু রয়েছে, তার যা মূল্য ডিজিটাল মুদ্রার মূল্যও তাই। তবে চালু নোট যেমন ধরাছোঁয়া যায়, ডিজিটাল মুদ্রার তা সম্ভব হবে না। তবে ফিজিক্যাল নোটের সব বৈশিষ্ট্য থাকবে ডিজিটাল মুদ্রার সম্ভব হবে না তবে ফিজিক্যাল নোটের সব বৈশিষ্ট্য থাকবে ডিজিটাল মুদ্রায়। বাজারে চালু নোট যেমন হারিয়ে যাওয়া ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, এসব ভয় নেই ডিজিটাল মুদ্রায়। ডিজিটাল চালু হলে বর্তমানে বিভিন্ন মানের নোট উঠে যাবে না। এই মুদ্রা পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

কোথায় পাওয়া যাবে এই ডিজিটাল মুদ্রা, কোথায় এজন্য অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে— এসব প্রশ্ন দেখঘা দিয়েই পারে। ডিজিটাল মুদ্রা কিনতে হবে। আরবিআই খুচরো ডিজিটাল মুদ্রার পাইলট প্রজেক্টে আটটি ব্যাঙ্ক বেছে নিয়েছে। প্রথম দফায় এই কাজ যে চারটি ব্যাঙ্ক করবে তার নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি যে চারটি ব্যাঙ্ক পরবর্তী সময়ে ডিজিটাল মুদ্রায় লেনদেনে যোগ দেবে, সেগুলি হলো—ব্যাঙ্ক অব বরোদা ইউবিআই, এইচডিএফসি এবং কোটাক মহিন্দ্রা।

ডিজিটাল মুদ্রাকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে-খুচরো (রিটেল-সিবিডিসি-আর) আর পাইকারি (হোলসেন-সিবিডিসি-ডব্লু)। এই ভাগ ডিজিটাল মুদ্রায় নির্দিষ্ট কিছু আর্থিক সংস্থা লেনদেন করতে পারবে। অর্থাৎ আন্তঃব্যাঙ্ক এবং পাইকারি বড় ধরনের লেনদেন হবে। অন্যদিকে রিটেল ডিজিটাল মুদ্রা বেসরকারি ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থা, ব্যক্ত বা ব্যবসায়ীরাই ব্যবহার করবেন।

তবে এই দুই ধরনের ব্যবধানে কোনও অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ডিজিটাল মুদ্রার ব্যাপারে দায় নেই, দায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের।

ডিজিটাল মুদ্রা টোকেন ভিত্তিক। আবার অ্যাকাউন্ট ভিত্তিক হতে পারে। টোকেন ভিত্তিক অনেকটা এখানকার ব্যাঙ্ক নোটের মতো। অর্থাৎ একজনের কাছে যত টোকেন থাকবে, তিনি তত ডিজিটাল টাকার মালিক। খুচরো ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রে টোকেন ভিত্তিক হলেই ভালো, তা অনেকটা নগদ বা ফিজিকাল টাকার মতো। অন্যদিকে পাইকারি ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টে লেনদেন, ব্যালেন্স ইত্যাদি হিসাব রাখার প্রয়োজন হবে। তা রাখবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নয়। অন্য আলোচনায় যাওয়ার আগে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল মুদ্রার অবস্থান দেখে তিনি পারি। এই বছরের জুলাই পর্যন্ত ১০৫টি দেশ সিবিসিডি চালু করার বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে ১০টি দেশে ডিজিটাল মুদ্রা চালু রয়েছে। যার মধ্যে ২০২০ সালে বাহামিয়ান ল্যান্ড ডলার আছে। সর্বশেষ হলো জামাইকার ‘জামডেক্স’, চিন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো প্রধান অর্থনীতি সহ ১৭টি দেশে ও ডিজিটাল মুদ্রার বিষয়টি পাইলট প্রজক্টের পর্যায়ে রয়েছে। আগামী কিছুদিনের ওইসব দেশে ডিজিটাল মুদ্রা চালুর সম্ভাবনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন দেশ ডিজিটাল মুদ্রা চালুতে উদ্যোগী হলেও সেক্ষেত্রে ডিজিটাল চালুর প্রেক্ষাপট এক নয়। দেশ ভেদে ডিজিটাল মুদ্রার কারণ আলাদা। তবে ক্রিপোকারেন্সি মতো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন ডিজিটাল মুদ্রা সব দেশেরই মাথাব্যাথার কারণ।

পরিসংখ্যান দিয়ে ডিজিটাল মুদ্রার অর্থনীতিতে প্রভাব নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। বর্তমানে টাকা ছাপানোর জন্য আমাদের দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ককে এবছর খরচত করতে হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। আর এই অঙ্ক নগদ মুদ্রাণ, পরিবহণ ও সংরক্ষণের হিসেবে ধরলে আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। আরও একটি পরিসংখ্যান। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটি। এই জনসংখ্যার প্রায় ৮২ কোটি লোকের ইন্টারনেট আচে। অর্থাৎ ৪০ শতাংশ লোকের বেশি লোক ইন্টারনেটের সুবিধার বাইরে। এই দুই পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় টাকা ছাপানোর খরচ অবশ্যই কমবে যদি ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহারে অফলাইন ব্যবস্থার পোক্ত ব্যবস্থা ছাড়া টাকা ছাপানোর খরচ কমবে বলে অনেকে মনে করেন না। এছাড়া আমাদের দেশের লোকের বর্তমান মানসিকতায় ডিজিটাল মুদ্রা সাধারণের মধ্যে খুব সাড়া জাগাবে এই সম্ভাবনাও কম। টাকাপয়সা হাতে নাড়াচাড়ার মধ্যে অনেকে মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পান, ডিজিটাল সেই সুখ কোথায়। মাসিক এই সুখের সন্ধানের জন্যই ব্যাপকভাবে ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহৃত হবে বলে অনেকে মনে করেন না। এছাড়া ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রেও সাইবার নিরাপত্তা বর্তমান ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের চেয়ে বেশি নয়। ডিজিটাল মুদ্রার সাইবারের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা প্রশ্নেও অনেকে বর্তমান ব্যবস্থা থেকে সরে আসতে চাইবেন না। তবে ডিজিটাল মুদ্রা চালু হওয়াতে যাঁরা মনে করছেন আগামী দিনে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের অন্যতম ডিজিটাল অর্থনীতিতে পরিণত হবে, তাঁরা বলছেন, ডিজিটাল মুদ্রা পাইলট প্রজেক্ট চালুর প্রথম দিনে যে লেনদেন হয়েছে, তা আগামী দিনের উজ্জ্বল ছবির সম্ভাবনার কথাই বলে। প্রথম দিনে ৪৮টি লেনদেন হয়েছে প্রায় ২৭৫ কোটি টাকার। ডিজিটাল মুদ্রা ব্যাঙ্ক ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির কতটা প্রভাব ফেলবে, এখনই তা বলা সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে ডিজিটাল মুদ্রা যদি জনপ্রিয় হয়, তবে টাকা ছাপানোর খরচ বেশ কিছুটা কমবে, যা অর্থনীতির সদর্থক প্রভাব ফেলবে। এছাড়া ভেলোসিটি অব মানি অর্থাৎ টাকা বিভিন্ন হাতে ঘোরা ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে, লেনদেনের সামগ্রিক খরচ কমবে। অনেকে মনে করেন যে ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রিপোকারেন্সির প্রতি সাধারণের ঝোঁক কমবে, ডিজিটাল মুদ্রা এ ব্যাপারে ‘গেম চেঞ্জার’ হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই তা বলা যায় না। ডিজিটাল মুদ্রা জাল টাকার কারবার অনেকটা কমাতে পারে বলে অনেক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার ব্যাঙ্কের কাগজের নোড্ট সর্টিং, ছেঁড়াফাটা ইত্যাদি ছাড়াই বাছাইয়ে যে সময় যায় তা অনেকটা হ্রাস পাবে। কমবে নগদ টাকা আনা নেওয়ার খরচ। জাল নোট নিয়ে ব্যাঙ্কের চিন্তার ভাঁজ কিছুটা কমবে। সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কিং সেক্টরে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে ডিজিটাল মুদ্রা।

ডিজিটাল মুদ্রার ব্লক চেন প্রযুক্তিভিত্তিক হওয়াতে অনেকে মনে করছেন---ডিজিটাল মুদ্রা লেনদেনের গতি সহজে জানা যায় অর্থাৎ এই মুদ্রা কোথায় থেকে কোথায় গেল তা জানা সম্ভব বলে সরকারি জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের অর্থের নয়ছয় বন্ধ করে প্রকৃত উপভোক্তার কাছ পৌঁছে দেবার এই মুদ্রা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে ভবিষ্যতে। আলোচনার ইতি টানার আগে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল মুদ্রা কিন্তু বর্তমান প্রচলিত নোট মুদ্রা উঠিয়ে দেবার জন্য, বর্তমানে যে লেনদেন যে ব্যবস্থা রয়েছে, সে রকম আরও একটি মাধ্যম। ডিজিটাল মুদ্রা ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আমাদের দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের আশা। এই আশা সত্যিই পূরণ হবে কিনা, তা বলবে আগামীদিন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভুতুড়ে আলোয় আঁকা ছবি

আবুল বাসার

উনিশ শতকের শেষ দিকে বিজ্ঞানজগতে সবচেয়ে আলোচিত আর ব্যবহৃত যন্ত্রটির নাম ছিল ক্যাথোড রে টিউব। নিজের কাছে একখানা এই যন্ত্র রাখাটা বিজ্ঞানীদের কাছে হয়ে উঠেছিল রীতিমতো ফ্যাশনের মতো। ইউরোপের অধিকাংশ বিজ্ঞানীর কাছেই এই যন্ত্র মজুত থাকত। পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে বিদ্যুৎ---বিষয়ক নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর ব্যবহার ছিল। এ যন্ত্রের আরেক নাম ক্রুকস টিউব।

ক্রুকস টিউব হলো আংশিক বায়ুশূন্য একটা কাচের টিউব, যার ভেতরের দুই প্রান্তে দুটি ধাতব পাত বা ইলেকট্রোড থাকে। ইলেকট্রন দুটির একটি ক্যাথোড ও আরেকটি অ্যানোড নামে পরিচিত। ইলেকট্রোড দুটিতে উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে ক্যাথোড থেকে একধরনের রশ্মি নিঃসৃত হতে দেখা যায়, যা অ্যানোডের দিকে প্রবাহিত হয়। ১৮৭৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ইউজেন গোল্ডস্টেইন এই রশ্মির নাম দেন ক্যাথোড রে বা ক্যাথোড রশ্মি। এর কারণ, পরীক্ষায় প্রমাণ পাওয়া গেল, রশ্মিটা ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। যন্ত্রটির উদ্ভাবক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুকসের নামেই পরিচিতি পেয়েছিল এটি। তবে এই টিউবের আদি সংস্করণ আসলে গেইসলার টিউব। সেটিও একধরনের বায়ুশূন্য কাচনল। যন্ত্রটি দেখতে আজকের যুগের টিউবলাইটের মতো। জার্মান বিজ্ঞানী হেনরিক গেইসলার ১৮৫০ সালের দিকে বানিয়েছিলেন এই ভ্যাকুয়াম টিউব বা বায়ুশূন্য কাচনল।

বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদেরা বলেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে উন্নত মানের ভ্যাকুয়াম টিউবের উদ্ভাবনের কারণে বিজ্ঞানের দুনিয়ায় বড় ধরনের কিছু বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। আজকের যুগের প্রযুক্তির কাছে এই উদ্ভাবনকে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু এই উদ্ভাবনই আক্ষরিক অর্থে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল পদার্থবিজ্ঞানের। বায়ুশূন্য জায়গায় বিদ্যুতের ধর্ম নিয়ে একসময় গবেষণা করতে চেয়েছিলেন মাইকেল ফ্যারাডে। সে জন্য ১৮৩০-এর দশকের শেষ দিকে একটি গ্লাসজার ব্যবহার করেন তিনি। জারটির মুখটা কর্ক দিয়ে সিল করা থাকত। কর্কের ভেতর দিয়ে একটি ইলেকট্রোড ঢোকানো হয়েছিল এই জারের ভেতর। আরেকটি ইলেকট্রোডকে ঠেলা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সরানো যেত। কাচের জারটি বায়ুশূন্য করতে তিনি যে যন্ত্র ব্যবহার করতেন, তার সঙ্গে বর্তমানের সাইকেলের পাম্পারের বেশ মিল আছে। তবে জারটিকে বায়ুশূন্য করতে অনবরত পাম্প করতে হতো। কিন্তু সত্যিকার অর্থে একে আসলে বায়ুশূন্য বলা যায় না। পাত্রটির ভেতরের বায়ুচাপ খুব বেশি কমানো যেত না।

এর প্রায় ২০ বছর পর ভ্যাকুয়াম করার পদ্ধতির বড় ধরনের উন্নয়ন ঘটান জার্মান বিজ্ঞানী হেনরিক গেইসলার। ১৮৫০-এর দশকের শেষ দিকে পারদ ব্যবহার করে নতুন ধরনের ভ্যাকুয়াম পাম্প তৈরি করেন। এর মাধ্যমে আগের তুলনায় কাচের কোনো পাত্র থেকে বাতাস বের করে দিয়ে পাত্রটিকে অনেকটাই এয়ারটাইট করে ফেলা যেত। এভাবে কোনো কাচের নল থেকে প্রায় সব বাতাস বের করে তার ভেতর দুটি ইলেকট্রোড জুড়ে দিতে পারতেন তিনি। আবার নিজে নিজেই কাচের নলও তৈরি করতে পারতেন বিভিন্ন আকৃতির। এ যন্ত্র ব্যবহার করে গেইসলার দেখতে পান, কাচের এসব টিউবের মধ্যে নিওন ও অন্যান্য কিছু গ্যাস আটকে রেখে তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে বিভিন্ন রঙের আলো জ্বলে ওঠে। তাঁর রংবেরঙের এই কাচনলগুলোই এখন নিওন সাইন হিসেবে শহরগুলোতে ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো কাজে। পরের কয়েক দশকে গেইসলারের বায়ুশূন্য করার পদ্ধতি আরও উন্নত হয়। ১৮৮০ সালের দিকে তাঁর পদ্ধতি ব্যবহার করে আরও কাচের টিউব বানানো সম্ভব হলো। সেসব টিউবের বায়ুচাপ সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুচাপের ১০ হাজার ভাগের কয়েক ভাগে নামিয়ে আনা গেল। গেইসলারের পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৮৭৫ সালের দিকে নতুন ধরনের একটি টিউব বানান উইলিয়াম ক্রুকস। তাঁর কথা আগেই বলেছি। নতুন এই টিউবগুলো লুফে নেন বিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানীরা। গেইসলারের চেয়েও তাঁর টিউব জনপ্রিয় হতে থাকে। শিগগিরই সেই টিউবের সঙ্গে তাঁর নামও জুড়ে যায়। ক্রুকস টিউবকে কোনো ফিলামেন্ট ছাড়া একটা লাইট বাল্ব হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সাধারণত এটি স্বচ্ছ কাচের তৈরি টিউবের দুই প্রান্তে একজোড়া ইলেকট্রোড থাকে। এর আকৃতি অনেকটা আমেরিকান ফুটবলের মতো, যার মাঝখানে মোটা এবং দুই প্রান্ত ক্রমে সরু। এই টিউবে উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে পরীক্ষা করেন ক্রুকস। তিনি দেখেন যে এতে রহস্যময় এক ক্যাথোড রশ্মি নিঃসৃত হয়। ক্রুকস টিউবে কোনো ফ্লুরোসেন্ট বা প্রতিপ্রভা পদার্থ লাগানো থাকলে ওই রশ্মি দেখা যায়। তখন ক্রুকস টিউবে সবুজ আলো জ্বলে। এসবের পেছনের কার্যকারণ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে তখন বেশ শোরগোল চলছে। ইউরোপের সেরা গবেষণাগার এবং সেরা বিজ্ঞানীরা সেগুলো নিয়ে দিন-রাত গবেষণা করছেন এর কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে। ঠিক সে সময়ে দৃশপটে হাজির হলেন জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেম কনরাড রন্টজেন। এসেই বিজ্ঞানজগতে একটা হইচই বাধিয়ে দিলেন।

পর্দায় শুধু হাতের কঙ্কালের ছায়া দেখা গেল। এতে বোঝা গেল, দেহের নরম টিস্যু ভেদ করেও রশ্মিটা চলে যাচ্ছে প্রতিপ্রভা পর্দায়, কিন্তু ধাতব বস্তু বা দেহের হাড় ভেদ করে তা যেতে পারছে না। সে কারণেই প্রতিপ্রভা পদার্থে হাড়ের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

২

উইলহেম রন্টজেনের জন্ম ১৮৪৫ সালের ২৭ মার্চ। জার্মান কনফেডারেশনের প্রুশিয়ার লেনেপে। মা—বাবার একমাত্র সন্তান তিনি। বাবা ফ্রেডরিশ কনরাড রন্টজেন ছিলেন কাপড় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী। মা চারলোট কনস্টানজি ফ্রোয়িন ডাচ নাগরিক। রন্টজেনের তিন বছর বয়সে পুরো পরিবার নানার বাড়ি নেদারল্যান্ডসে পাড়ি জমায়। সেখানেই পড়ালেখার হাতেখড়ি। প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি কৃতিত্বের সঙ্গে পেরিয়ে এলেও বিপত্তি বাধে হাইস্কুলে। সেখানকার পদার্থবিজ্ঞানের এক শিক্ষকের ক্যারিকেচার আঁকার অপরাধে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয় রন্টজেনকে। অবশ্য সেই ক্যারিকেচার তিনি আঁকেননি বলে শোনা যায়। অন্য এক ছাত্রের অপরাধে শাস্তি পান তিনি। কিন্তু এই শাস্তির পরও আসল অপরাধী বন্ধুর নাম বলেননি। সে কারণে হাইস্কুল পাস করতে পারেননি তিনি। তাই অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নেদারল্যান্ডসের উট্রেচ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে ভর্তি হতে ব্যর্থ হন। হতাশ হয়ে ১৮৬৫ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে যান সুইজারল্যান্ডের জুরিখের পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে (এটি এখন ইটিএই জুরিখ নামে পরিচিত)। কারণ, স্কুল পাস না করলেও এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যেত। এখান থেকেই পরবর্তী সময়ে পদার্থবিজ্ঞানে পড়ালেখা করেন আইনস্টাইন। পরে ১৮৬৯ সালে উট্রেচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নেন রন্টজেন। **ক্রমশঃ**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য ট্রেনে ওয়েটিং লিস্ট হ্রাস করার উদ্দেশ্যে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৩-২৪ অর্থবর্ষে ২৫টি মেল এক্সপ্রেস ট্রেনে ১০৮৬৩টি অতিরিক্ত বার্থ যুক্ত করেছে

মালিগাঁও, ০৮ এপ্রিল, ২০২৪: যাত্রীদের ভ্রমণের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত মেল এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে আরও অধিক বার্থ প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিগত অর্থবর্ষ ২০২৩-২০২৪-এর সময় স্থায়ীভাবে ১৫১টি অতিরিক্ত কোচ যুক্ত করেছে। কোচ বৃদ্ধির বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

০২.০৪.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১২৫০৫/১২৫০৬ কামাখ্যা জং.-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা জং. (নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৪৯৬টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০২.০৪.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৬৫৮/১৫৬৫৭ কামাখ্যা জং.-দিল্লি-কামাখ্যা জং. (ব্রহ্মপুত্র মেল)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৬২০টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০১.০৪.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১২৫২৩/১২৫২৪ নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ দিল্লি-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৬১২টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০২.০৪.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৪৮৩/১৫৪৮৪ আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি জং.-আলিপুরদুয়ার জং. (সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৫৭৬টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

২৬.০৬.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৪১৭/১৫৪১৮ আলিপুরদুয়ার জং.-শিলঘাট টাউন-আলিপুরদুয়ার জং. (রাজ্যরানি এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ২১৬টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

যথাক্রমে ০৯.০৮.২৩ এবং ১২.০৮.২৩ থেকে ট্রেন নং. ০২৫০২/০২৫০১ আগরতলা-কলকাতা-আগরতলা স্পেশাল এবং ট্রেন নং. ০২৫১৮/০২৫১৭ গুয়াহাটি-কলকাতা-গুয়াহাটি স্পেশাল -এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৪১৫টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০২.০৮.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১২৫০৫/১২৫০৬ কামাখ্যা -আনন্দ বিহার -কামাখ্যা (নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৩৮৪টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০৬.০৮.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৬৫৮/১৫৬৫৭ কামাখ্যা জং.-দিল্লি-কামাখ্যা জং. (ব্রহ্মপুত্র মেল)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৪৮০টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০২.০৮.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৪৮৩/১৫৪৮৪ আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি জং.-আলিপুরদুয়ার জং. (সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৬৬৪টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০৪.০৮.২৩ থেকে ট্রেন নং. ২২৫০২/২২৫০১ নিউ তিনসুকিয়া - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৮৩টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

যথাক্রমে ০৪.০৯.২৩, ০৫.০৯.২৩ এবং ০১.০৯.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৯৩০/১৫৯২৯ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বারাম-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৯৩৩/১৫৯৩৪ নিউ তিনসুকিয়া-অমৃতসর-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ২২৫০২/২২৫০১ নিউ তিনসুকিয়া - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস -এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ২৪৯টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

১৭.০৯.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৯০৯/১৫৯১০ ডিব্রুগড়-লালগড়-ডিব্রুগড় (অবধ অসম এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ১১৬২টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

১৮.০৯.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৭০৭/১৫৭০৮ কাটিহার-অমৃতসর-কাটিহার (আম্রপালি এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৬৭৫টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০৬.১০.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৬১২/১৫৬১১ শিলচর-রঙিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ২৫৬টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০৯.১০.২৩ থেকে ট্রেন নং. ২০৫০১/২০৫০২ আগরতলা-আনন্দ বিহার টার্মিনাস-আগরতলা (তেজস এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ১১২টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

০৩.১২.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৭১৩/১৫৭১৪ কাটিহার-পাটনা-কাটিহার (ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ১০৮টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

১০.১২.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৬১২/১৫৬১১ শিলচর-রঙিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ২৭২টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

২৮.১২.২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৫৮৯৫/১৫৮৯৬ (রঙিয়া-মুর্কংসেলেক-রঙিয়া) এক্সপ্রেসে স্থায়ীভাবে অতিরিক্তকোচ বৃদ্ধি করে ৪৩২টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

যথাক্রমে ১৫.০২.২৪ এবং ২২.০১.২৪ থেকে ট্রেন নং. ১২৫০৫/১২৫০৬ কামাখ্যা -আনন্দ বিহার -কামাখ্যা (নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস) এবং ট্রেন নং. ১৫৬৫৮/১৫৬৫৭ কামাখ্যা জং.-দিল্লি-কামাখ্যা জং. (ব্রহ্মপুত্র মেল)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ২২৪১টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

যথাক্রমে ১০.০২.২৪ এবং ২২.০২.২৪ থেকে ট্রেন নং. ১৫৬৬৫/১৫৬৬৬ গুয়াহাটি-মরিয়নি-গুয়াহাটি (বিজি এক্সপ্রেস) এবং ট্রেন নং. ১৫৬৬৯/১৫৬৭০ গুয়াহাটি-ডিব্রুগড় -গুয়াহাটি (নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস)-এ স্থায়ীভাবে অতিরিক্ত কোচ বৃদ্ধি করে ৮১০টি বার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে তথা ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের সুবিধার্থে রেলওয়ের দ্বারা ট্রেন কোচ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬ এপ্রিল বিহার সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পাটনা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : ১৬ এপ্রিল বিহার সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ আসন পেতে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। এনডিএ এবং বিজেপি তাদের পুরো শক্তি দিয়ে প্রচারের ময়দানে নেমেছে। বিহারের জামুই এবং নওয়াদায় নির্বাচনী জনসভা করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার বিহারের গয়ায় আসতে চলেছেন। এনডিএ-র সাধারণ প্রার্থী জিতন রাম মাঝির পক্ষে একটি নির্বাচনী সমাবেশ করবেন তিনি । সেইসঙ্গে জনগণকে এনডিএর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এপ্রসঙ্গে মাঝি সোমবার জানান, রবিবার নওয়াদা যাওয়ার সময় তিনি গয়া বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তারপর তিনি বলেছিলেন যে আমরাও গয়াতে আসছি। এটা শুনে আমিও খুব খুশি হয়েছি।

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি দুই কেন্দ্রের প্রার্থীর জন্যই প্রচার করছেন গৌতম দেব

দার্জিলিং, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। জোরদার প্রচার চলছে পাহাড়ে। দিন রাত এক করেই প্রচার করে চলেছেন তৃণমূল নেতা গৌতম দেব। শিলিগুড়ির মেয়রের উপর এখন অনেক দায়িত্ব। উত্তরবঙ্গে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারের গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন সেই প্রচারে আরও গতি বাড়াতে ময়দানে গৌতম দেব। সোমবার সকাল থেকে তিনি প্রচারে নেমে পড়েছেন।শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। একজন নয়, দুজন তৃণমূল প্রার্থীর হয়েই তিনি প্রচার করছেন। দার্জিলিং কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা। অন্য দিকে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়। দুই প্রার্থীর হয়েই প্রচার করছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

মঙ্গলবার করিমগঞ্জে মহিলা প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ

করিমগঞ্জ (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ জেলার মহিলা ভোট গ্রহণ কর্মী পরিচালিত ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে মঙ্গলবার করিমগঞ্জের বিরজা সুন্দরী গার্লস হাইস্কুলে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত চারটি কক্ষে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১৭ জন প্রিসাইডিং অফিসার, ১৮ জন ফার্স্ট পোলিং অফিসার, ২০ জন সেকেন্ড পোলিং অফিসার ও ২১ জন থার্ড পোলিং অফিসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন বলে পার্সোনাল ও ট্রেনিং সেল থেকে জানানো হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বলে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এক আদেশ যোগে জানিয়েছেন।

মমতার মুখে এল সৌমিত্র খাঁ-এর ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ

বাঁকুড়া, ৮ এপ্রিল (হি.স.): বিষ্ণুপুরের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে নাম না করে নিশানা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়ার দলীয় প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী সমর্থনে প্রচারে গিয়ে বাঁকুড়া জেলার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থীর কড়া সমালোচনা করেন মমতা। একইসঙ্গে মমতার মুখে এল সৌমিত্র খাঁ-এর ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গও।

নাম না করে বাঁকুড়া কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের সমালোচনা করার

দরিদ্রদের কল্যাণই বিজেপি সরকারের অগ্রাধিকার : প্রধানমন্ত্রী মোদী

বস্তার, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : দরিদ্রদের কল্যাণই বিজেপি সরকারের অগ্রাধিকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে ''''বিজয় সঙ্কল্প শঙ্খনাদ'''' সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'অনেক দশকের পর দেশ একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী বিজেপি সরকার দেখেছে। আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হল দরিদ্রদের কল্যাণ। স্বাধীনতার পর, কংগ্রেস সরকার কয়েক দশক ধরে দরিদ্রদের চাহিদা উপেক্ষা করেছিল। কংগ্রেস কখনও গরিবের কথা চিন্তা করেনি, তাঁদের সমস্যা বোঝেনি। কংগ্রেস পরিবারের ধনী ব্যক্তিরা কখনই মুদ্রাস্ফীতির অর্থ বোঝেননি।' বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত গরিবের সব দুশ্চিন্তা দূর করব, ততক্ষণ আমি বিশ্রাম নেব না। আমাদের সরকার দরিদ্রদের জন্য একের পর এক প্রকল্প এনেছে এবং তাঁদের অধিকার দিয়েছে। সরকারের এ সব প্রচেষ্টার ফলেই দেশের ২৫ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'মোদী ১১ হাজারেরও বেশি জন ঔষধি কেন্দ্র খুলেছে। ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্টে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে গরিবদের ২০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সেই কারণেই এখন দেশের গরিবরা বলছেন, মোদী সরকারের উচিত ব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় বাড়ানো।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিশ্বে কোভিডের মহাসঙ্কট ছিল, সবাই বলত ভারত কীভাবে বাঁচবে? ধনী কংগ্রেসের শাসনকালে দেশে ভ্যাকসিন আসতে কয়েক দশক লেগে যেত। মোদী বলেছে আমি আমার দেশের প্রতিটি গরীবের পাশে আছি। আমিও গরিবদের বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেব...আমিও গরিবদের বিনামূল্যে রেশন দেব। এমন এক সময়ে যখন করোনার ভ্যাকসিনের জন্য অন্যান্য দেশে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছিল, মোদী আপনাদের বিনামূল্যে টিকা দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, '২০১৪ সালের আগে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হতো। কংগ্রেস সরকারের আমলে দিল্লি থেকে এক টাকা বের হত, আর গ্রামে পৌঁছত মাত্র ১৫ পয়সা। বাকি ৮০ পয়সা কংগ্রেস নিজেই লুট করেছে। কংগ্রেসের এই লুটপাটের ব্যবস্থা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। বিজেপি সরকার নিজস্ব ১০ বছরে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৩৪ লক্ষ কোটি টাকা পাঠিয়েছে।'

বিরোধীদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর, বললেন দেশকে লুটের হাত থেকে বাঁচাবে মোদী

বস্তার, ৮ এপ্রিল (হি.স.): বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে বিজেপির ''''বিজয় সঙ্কল্প শঙ্খনাদ'''' সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'মোদীর কাছে ভারতই তাঁর পরিবার। আমি আমার দেশ ও আমার পরিবারকে লুটপাটের হাত থেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। আমি বলছি, দুর্নীতি দূর কর, তাঁরা বলে- দুর্নীতিবাজদের বাঁচাও। মোদীকে যত হুমকিই দেওয়া হোক না কেন, দুর্নীতিবাজদের জেলে যেতেই হবে। এটাই মোদীর গ্যারান্টি।'প্রধানমন্ত্রী এদিন আনন্দের সঙ্গে বলেছেন, 'রাম নবমী আর বেশি দূরে নেই। এ বার অযোধ্যায় আমাদের রামলালা তাঁবুতে নয়, বিশাল মন্দিরে দর্শন দেবেন।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, '৫০০ বছর পর এই স্বপ্নপূরণ হয়েছে, আর তাই ভগবান রামের মায়ের জন্মস্থান ছত্তিশগড়ের এত বেশি খুশি হওয়া তো স্বাভাবিকই। কিন্তু রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে কংগ্রেস ও আইএনডিআই জোট খুবই ক্ষুব্ধ। কংগ্রেসের শাহী পরিবার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। যে কংগ্রেস নেতারা এই পদক্ষেপকে অনুচিত বলে মনে করেছিলেন তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এতে বোঝাই যায় কংগ্রেস তোষণের যে কোনও সীমা অতিক্রম করতে পারে।'

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বললেই হাজতবাস হচ্ছে, এটা মোটেও গণতন্ত্র নয় : শরদ পওয়ার

বারামতী, ৮ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বললেই হাজতবাস হচ্ছে, এটা মোটেও গণতন্ত্র নয়, এটা একনায়কতন্ত্র। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন এনসিপি-এসিপি প্রধান শরদ পওয়ার।

সোমবার মহারাষ্ট্রের বারামতীতে এনসিপি-এসিপি প্রধান শরদ পওয়ার এক জনসভায় বলেছেন, 'আমি যখন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ছিলাম, তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কোনও পক্ষপাত ছাড়াই সাহায্য করেছি, কিন্তু এখন সেই ব্যক্তিই আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত মন্তব্য করছেন।'

শরদ পওয়ার আরও বলেছেন, 'এখন কেউ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়ায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও জেলে পাঠানো হয়েছে। এটা গণতন্ত্র নয়, একনায়কতন্ত্র। এখন মোদীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আমাদের সেই ক্ষমতা তাঁর হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।'

নতুন সংসদ ভবনকে জেলে পরিণত করুন, মোদীকে মমতা

বাঁকুড়া, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : নতুন সংসদ ভবনকে জেলে পরিণত করে সবাইকে ভরে দিন। কিন্তু হুমকি দেবেন না। এই ভাষাতেই সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোদীর 'ধমকে' ভয় পান না বলে জানিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনি কাকে ধমক দিচ্ছেন, আমরা ভয় পাই না।" একই সঙ্গে মমতার বক্তব্য, মোদী এ সব বলছেন তাঁর দল বিজেপিকে উজ্জীবিত করতে। লোকসভা ভোটের পর রাজ্যে তৃণমূল সরকার থাকলেও এই সব হুমকি দেওয়া হয় না বলে জানান তিনি।

মোদীকে আক্রমণ করে মমতার মন্তব্য, বলছে ৪ জুনের পর সব জেলে ভরব। এ কথা কি প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোভা পায়? গোটা দেশে জেল বানান। এজেন্সি নিয়ে ফের সরব হয়ে মমতা মোদীকে কটাক্ষ করে বলেন, "এজেন্সি দিয়ে গোটা দেশকে জেল বানিয়ে রেখেছেন।" একই সঙ্গে মোদীর উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, "আমরা আপনাকে ভয় পাই না।" নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে মমতা বললেন, "আপনি ব্লকে ব্লকে প্রচার করুন। আমার আপত্তি নেই। এটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আপনি জলপাইগুড়ির সভা থেকে ওখানকার মানুষদের জন্য কি কোনও সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন?"

রাজ্য সরকার বাঁকুড়ার জন্য কী কী উন্নয়ন করেছে, তার খতিয়ান তুলে ধরলেন মমতা। লক্ষ্মীর ভান্ডার, সারনা ধর্মের স্বীকৃতি, পার্শশিক্ষক নিয়োগ করা, সিলেবাস তৈরি করা সব করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর, জেলার দুটো লোকসভা আসনই জিততে হবে বলে জানালেন মমতা।

বন্দি তৃণমূল নেতা আরাবুলের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা জানতে চাইল হাই কোর্ট

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা রয়েছে, রাজ্যের কাছে জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশ, আরাবুলের বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা দায়ের হয়েছে এবং কতগুলিতে চার্জশিট পেশ হয়েছে, আট দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে রাজ্যকে। আগামী ১৬ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন আরাবুলের স্ত্রী জাহানারা বিবি। তাঁর অভিযোগ, লোকসভা ভোটের আগে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে একের পর এক মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। গ্রেফতারের পরেও নতুন নতুন অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে।

তাঁর আবেদন, আরাবুলের বিরুদ্ধে আর কতগুলি মামলা রয়েছে, পুলিশ তা জানাক। সোমবার তাঁর আইনজীবী সওয়াল করে জানান, তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার প্ররোচনায় আরাবুলের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলাতেই সব মামলার তথ্য চাইল আদালত।

হাইলাকান্দিতে দুই ব্যালট ইউনিট ব্যাবহার নিয়ে প্রশিক্ষণ

হাইলাকান্দি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে দুই ব্যালট ইউনিটের ব্যাবহার নিয়ে আগামী ১৩ এপ্রিল হাইলাকান্দিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। হাইলাকান্দির এডিশ্যনাল ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার তথা লোকসভা নির্বাচনের পার্সোনাল সেলের অফিসার ইনচার্জ ত্রিদীব রায় এক বিজ্ঞপ্তিতে হাইলাকান্দি জেলার সকল স্থানীয় অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদেরকে তাদের অধস্তন কর্মচারীদেরকে হেড কোয়ার্টার ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে বারণ করতে নিষেধ করতে বলেছেন। দুই ব্যালট ইউনিটের ব্যবহার নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারদের নামে পার্সোনাল সেল থেকে চিঠি ইস্যু করা হচ্ছে। এডিসি ত্রিদীব রায় জানান, আগামী ১৩ এপ্রিল তারিখে ২টি ব্যালট ইউনিট ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য সমস্ত প্রিসাইডিং অফিসার, ফাস্ট পোলিং অফিসার, জোনাল অফিসার এবং সেক্টর অফিসারদের উদ্দেশে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। তাই সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক সহ সর্বস্তরের সরকারি কর্মচারীদেরকে হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিতে প্রত্যেক বিভাগের আধিকারিকদের আহবান জানিয়েছেন।

ডিমা হাসাওয়ে ব্যাপক অভিযান ফ্লাইং স্কোয়াড, স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স এবং ভিডিও সার্ভেইল্যান্স টিমের

হাফলং (অসম), ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ এবং নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া বিধিনিষেধ মেনে চলেছেন কিনা, তা নিশ্চিত করতে ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক ফ্লাইং স্কোয়াড টিম, স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম এবং ভিডিও সার্ভেইল্যান্স টিম নিযুক্ত করেছেন। এই টিমগুলোকে দুটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। হাফলং, হারাঙ্গাজাও, মাহুর, মাইবাং এবং লাংটিং নিয়ে একটি জোন এবং যেখানে জোন দুটি পুলিশ স্টেশনগুলির উমরাংসো, দিয়ুংমুখ এবং দিহাঙ্গি নিয়ে হচ্ছে দ্বিতীয় জোন। তিনটি করে দল প্রতিদিনের ভিত্তিতে ওই সব অঞ্চলে আদর্শ নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করছে। পুলিশ কর্মকর্তা ও ভিডিওগ্রাফারদের সমন্বয়ে গঠিত ফ্লাইং স্কোয়াড দলগুলোর নেতৃত্বে রয়েছেন একজন কার্যনির্বাহী দণ্ডাধীশ। অবৈধ নগদ টাকার লেনদেন, মদ বিতরণ, ভোটারদের প্রলোভিত করা যায়, এমন সন্দেহযুক্ত অন্য কোনও সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে সব বিষয়ে নজরদারি রাখছে ওই টিমগুলি।

এসএসটি দলগুলি তাদের এলাকায় নগদ টাকা, অবৈধ মদ, যে কোনও সন্দেহজনক সামগ্রী বা অস্ত্র বহনের গতিবিধির উপর নজর রাখতে চেকপোস্ট স্থাপন করেছে। তাছাড়া স্ট্যাটিক নজরদারি দলের অবস্থানগুলি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা হচ্ছে যে কোনও গতিবিধির উপর নজরদারি রাখার জন্য। ভিডিও সার্ভেইল্যান্স দলগুলিকে রাজনৈতিক দলগুলির সমাবেশ ও জনসভা এবং রাজনৈতিক দলগুলির ব্যয় সংক্রান্ত ভিডিওগ্রাফির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় আদর্শ নির্বাচন আচরনবিধি লঙ্ঘন হওয়ার খবর নেই।

আমিও তো বলতে পারি, বিজেপি নেতাদের আমি জেলে পাঠাবো", জনসভায় মমতা

বাঁকুড়া, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : জলপাইগুড়ির সভা থেকে আগামী ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দুর্নীতি রুখতে আরও কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বাঁকুড়ার জনসভা থেকে তার পালটা জবাব দিতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমিও তো বলতে পারি, আপনাদের বিজেপি নেতাদের আমি জেলে পাঠাবো।"দুর্নীতি দমনে ৪ জুনের পর আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপের ব্যাপারে আভাস দিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী। তারই পালটা জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পালটা হুঁশিয়ারি, 'আমি তো বলতে পারি, আমাদের সরকার তো ক্ষমতায় থাকবে এখানে। কিন্তু, আমি এটা বলতে চাই না। কারণ, আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমি অনেক অত্যাচারের সঙ্গে লড়াই করেছি।'এদিন মমতা বলেন, 'আপনাদের যদি সাহস থাকে, জনসাধারণের ভোট নিয়ে লড়াই করার জন্য, তাহলে আপনারা আমাদের কর্মীদের কেন গ্রেফতার করছেন। আপনারা কেন হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করেছেন। হেমন্তর স্ত্রী সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দেশের একমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী। আপনি কী না করছেন!'

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির ব্যাপারেও সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় উঠে আসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে দুই তৃণমূল কর্মীর গ্রেফতার হওয়ার ঘটনাও। কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'অপব্যবহার' নিয়ে ফের সরব হন তিনি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যে সকল ব্যক্তিগণ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন-২০২৪ কে সামনে রেখে নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত হয়েছেন এবং ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেটের (EDC) জন্য ফর্ম-12A-র মাধ্যমে সদর মহকুমায় আবেদন করেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে আগামী ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল, ২০২৪ ইং তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত শিশু বিহার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে "সুবিধা কেন্দ্রে"র (Facilitation Centre) মাধ্যমে ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট (EDC ফর্ম-12B) প্রদান করা হইবে। অতএব, সকল ভোটকর্মী, পুলিশ, টি.এসআর, ড্রাইভার, ভিডিওগ্রাফার এবং অন্যান্য কর্মীগণ যারা ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেটের জন্য সদর মহকুমায় আবেদন করেছেন, উনাদের সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে আগামী ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল, ২০২৪ ইং তারিখে বেলা ১১ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫ ঘটিকার মধ্যে শিশু বিহার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে "সুবিধা কেন্দ্রে" উপস্থিত থেকে নিজ নিজ ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট (EDC ফর্ম-12B)সংগ্রহ করার জন্য। EDC ফর্ম-12B সংগ্রহ করার জন্য ইলেকশন ডিউটির নিযুক্তিপত্র, সচিত্র নির্বাচক পরিচয়পত্র অথবা অন্য কোনো সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে
সদর মহকুমা শাসক
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-26/24

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

শীতের সবজিতে কমবে ওজন

ওজন কমানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় শীতের সবজি।

শীতকালে আলসেমি লাগে বেশি। বিপাক হ্রাস পায় ও ক্ষুধা বাড়ার কারণে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও ওজন কমাতে ভূমিকা রাখে এমন কয়েকটি সবজি সম্পর্কে জানানো হল।

গাজর: গাজর উচ্চ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ শীতকালীন সবজি। এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। সালাদ, স্মুদি বা সুপ-সহ নানাভাবে খাবারে যোগ করা যায় গাজর। এতে আরও রয়েছে ভিটামিন বি, বি২, বি৩, সি, ডি, ই, কে এবং বিটা ক্যারটিন। খাবারে গাজর যোগ করা দৃষ্টি শক্তি বাড়ায়, বয়সের ছাপ ধীর করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ত্বক, চুল ও নখ সুন্দর রাখে।

পালংশাক: এই শাক লৌহ, জিংক, ম্যাগ্নেসিয়াম, ভিটামিন কে ও ভিটামিন এ সমৃদ্ধ। শীতকালে প্রতিদিন পালংশাক খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, পেশি সুগঠিত করে, কর্মশক্তি বাড়ায় এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে। এটা কম ক্যালরি, উচ্চ অঁশ সমৃদ্ধ। ডিম ভাজি, সালাদ, স্মুদি ইত্যাদি তৈরিতে পালংশাক যোগ করা যায়।

বিটরুট: বিটরুট বা বিট উচ্চ জলীয় ও স্বল্প আয়োতন সমৃদ্ধ। এই দুই উপাদানই ওজন কমাতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরচর্চার পরে বিটরুট খাওয়া পেশি পুর্নগঠনে সহায়তা করে। বিটরুট ভিটামিন এ, বি, সি এবং খনিজ উপাদান পটাশিয়াম, লৌহ ও ফোলায়েট সমৃদ্ধ। এটা খুব ভালো পরিশোধক যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, স্থূলতা ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, বিট শ্বেত রক্ত কণিকা বাড়ায় যা রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই করতে সহায়তা করে।

মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলু প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সি, এ এবং ভিটামিন বি৬ সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন- বিটা ক্যারোটিন ও ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ। ওজন কমাতে চাইলে এটা দিনের মধ্যভাগে নাস্তা হিসেবে খেতে পারেন। এর আঁশ ক্ষুধার হরমোনের মাত্রা কমায়। মিষ্টি আলু পেট ভরা রাখে, হজম ধীর করে এবং রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এতে অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি কমে। ওজন কমাতে চাইলে মিষ্টি আলু বেইক বা সিদ্ধ করে খেতে পারেন। কারণ এতে ক্যালরির মাত্রা কম থাকে।

ভিটামিন ই সমৃদ্ধ তেল

এছাড়াও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও কোষের কার্যকারিতা সঠিকভাবে চালাতে সহায়তা করে।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ভিটামিন ই পাওয়া যায় এমন কয়েকটি তেল সম্পর্কে জানানো হল।

কাঠ-বাদামের তেল: ত্বকের যত্নে প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা কাঠ-বাদামের তেল ব্যবহার করে আসছেন কারণ এতে আছে ভিটামিন ই যা ত্বকের যত্নে প্রয়োজনীয়।

নারিকেল তেল: নারিকেল তেলে লৌহ, ভিটামিন কে ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ই পাওয়া যায়। ত্বকের দাগ ছোপ ও বলিরেখা কমাতে নারিকেল তেল ভূমিকা রাখে। তাই ত্বক ভালো রাখতে প্রতিদিন কয়েক ফোঁটা নারিকেল তেল ত্বকে ব্যবহার করা ভালো।

রেড়ির তেল: বা ক্যাস্টর অয়েল চুল ঘন, মসৃণ করার পাশাপাশি চুল বড় করতেও সহায়তা করে। কারণ এতে আছে ভিটামিন ই।

জলপাইয়ের তেল: জলপাইয়ের তেলে ভালো পরিমাণে ভিটামিন ই পাওয়া যায় যা চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখতে সহায়তা করে। সুস্বাস্থ্যের জন্য জলপাইয়ের তেল ত্বক ভালো রাখতেও সহায়তা করে।

মাথায় ঘোলাটেভাব কারণ ও করণীয়

তবে স্নায়ুতন্ত্রের জন্য এগুলো হুমকি। এদের কারণে মনযোগ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বিধাগ্রস্ততা বা 'ব্রেইন ফগ' হল সেই পরিস্থিতি যখন একজন মানুষ একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। মস্তিষ্কের জন্য যথেষ্ট গুরুতর এই সমস্যার প্রভাব আমাদের শারীরিক ও মানসিক দুয়ের ওপরেই বর্তায়। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো এবিষয়ে বিস্তারিত।

ব্রেইন ফগ কী?

কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে 'ব্রেইন ফগ' যা মস্তিষ্কের মারাত্মক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতাকে দুর্বল করে, মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত করে এবং যেকোনো কাজেই দ্বিধাগ্রস্ত করে এই সমস্যা। মনযোগ ধরে রাখাও দুষ্কর হয়ে ওঠে, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়, চিন্তার ধারা হয় এলোমেলো। কারণ অভ্যন্তরীন বিভিন্ন সমস্যার বহিপ্রকাশ হল এই 'ব্রেইন ফগ'। এই সাধারণ কারণগুলোর মধ্যে আছে,

ঘুমের অভাব:পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করে না, এমনটা নিশ্চয়ই টের পান। যে কোনো জিনিস শেখা, বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে, যা মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতার তীক্ষ্ণ না থাকার ফল। আর এজন্যই প্রতিদিন আট থেকে নয় ঘণ্টার ঘুম আবশ্যক। মানসিক চাপ ও অস্বস্তি:প্রতিনিয়ত মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে মানসিক অবস্থায় অবনতি হবে এমনটাই স্বাভাবিক। পাশাপাশি এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়। ফলে শারীরিক ও মানসিক দুই দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েন। এখান থেকেও সৃষ্টি হতে পারে মানসিক অবসাদ ও 'ব্রেইন ফগ'। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস:

দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের ওপর মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভরশীল। তাই খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টির সরবরাহ না থাকলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারবে না, ফলে দেখা দিতে পারে 'ব্রেইন ফগ'।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা: কিছু হরমোনের মাত্রা বেশি হওয়ার কারণেও 'ব্রেইন ফগ' দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব একই কারণে। একইভাবে কিছু হরমোনের মাত্রা কম থাকার কারণেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'ইস্ট্রোজেন' হরমোনের কথা। রজঃবন্ধ হওয়া নারীর শরীরে এই হরমোনের মাত্রা কম হলে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যহানী ঘটে।

ওষুধের পার্শ-প্রতিক্রিয়া: বিভিন্ন ওষুধের পার্শ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'ব্রেইন ফগ' দেখা দেয়। তাই এমন পরিস্থিতি অনুভূত হলে চিকিৎসকের সঙ্গে ওষুধ সম্পর্কে আলাপ করা উচিত।

রোগের কারণে: মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয় কিছু রোগের কারণেও। সংক্রমণ, রক্তে শর্করা মাত্রা কমে যাওয়া ইত্যাদি যেসব রোগের কারণে দেখা দেয় সেগুলো থেকেই 'ব্রেইন ফগ' সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ডায়াবেটিস, রক্তশূন্যতা, 'হাইপোথাইরয়েডিজম' ইত্যাদি এমন রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। করণীয় অন্যান্য সকল সমস্যার মতো 'ব্রেইন ফগ'য়ের সমস্যা সমাধান করার আগে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কোনো রোগের কারণে এমনটা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক পরিপূরক পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে হবে। পাশাপাশি শরীরচর্চার দিকেও মনযোগ দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি মাধ্যমে 'ব্রেইন ফগ' সারিয়ে তোলা সম্ভব। করোনাভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্ক 'কোভিড-১৯'য়ের প্রভাব মস্তিষ্কের ওপর পড়ে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রায় ৫৮ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদি 'কোভিড-১৯' রোগীর মাঝে মানসিক দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা গেছে। করোনাভাইরাসের পাশাপাশি বিভিন্ন ওষুধের প্রভাবও এখানে দায়ী হতে পারে। তাই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নিয়েই নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পৌঁছানো সম্ভব।

প্রতিদিন আপেল খাওয়ার উপকারিতা

প্রতিদিন একটি আপেল খেলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া থেকে দূরে রাখে।

প্রচলিত এই কথার গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝতে হলে আপেল খাওয়ার উপকারী দিকগুলো সম্পর্কে জানা ভালো।

তার মানে এই নয় শুধু আপেল খেয়েই থাকতে হবে। আপেলের মতো প্রতিদিন একটি কলা খাওয়াও শরীরের জন্য উপকারী। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য নিজেকে স্বাস্থ্যকর খাবারে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন।

ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না- এটা একটা কথার কথা হলেও আপেলে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যা আসলেই শরীরের জন্য ভালো।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল আপেলের

উপকারী দিক সম্পর্কে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: স্ন্যাকস বা নাস্তা হিসেবে যদি এমন কিছু খাওয়া যায় আপনার ওজন কমাতে সহায়ক হবে তবে তো সোনায় সোহাগা। আপেল ঠিক সেই কাজটিই করে। এতে আছে জল আর ভোজ্য আঁশ, যা পেট ভরা রাখে লম্বা সময়। যেকোনো বেলার খাবার খাওয়ার আগে কয়েক টুকরা আপেল খেয়ে নিলে পেট ভরবে অল্পতেই। ফলে প্রায় ২০০ ক্যালরি পর্যন্ত কম গ্রহণ করবেন।

স্নায়ুবিক স্বাস্থ্যের উন্নতি:আপেলে থাকা পুষ্টি উপাদান 'কোয়েরসেটিন'য়ের মাঝে 'নিউরোপ্রোটেক্টিভ' প্রভাব পেয়েছেন গবেষকরা। ফলে আপেল নিয়মিত খাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের 'নিউরন'গুলো আরও বেশিসময় কর্মক্ষম থাকবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: আপেল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। আর বর্তমান মহামারীর সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রত্যেকেরই পরম বন্ধু। এখানেও পর্দার আড়ালে কাজ করে 'কোয়েরসেটিন', যা প্রদাহ কমাতেও সহায়ক হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আপেল খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া চলবে না।

হৃদরোগের ঝুঁকি: হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে আপেল নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি হয় না। তবে এর উপকারিতা মোটেই অবহেলার যোগ্য নয়। পাশাপাশি আপেলে থাকা 'ফ্লাভানয়েড' 'স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায় প্রায় ২০ শতাংশ। আবার কোলেস্টেরল কমাতেও আপেলের ভূমিকা আছে।

অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যে: অন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের চিন্তা থাকে কমই। তবে প্রতিদিন আপনার মন মানসিকতা কেমন থাকবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপরেই। হুটহাট পেট ব্যথা, পেট ফোলা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা হয়ত অন্ত্রের সমস্যাই। অন্ত্রের অবস্থা ভালো রাখতে কার্যকর একটি 'প্রোবায়োটিক' উপাদান হল 'পেকটিন' যা মেলে আপেল থেকে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়: আপেল হতে পারে আপনার ক্যান্সার থেকে দূরে থাকার চাবিকাঠি, বিশেষ করে যারা ধূমপান করেন কিংবা আগে করতেন। ফুসফুস ক্যান্সার বিষয়ক একাধিক গবেষণা এমনটাই দাবি করে। এতে 'ফাইটোকেমিকেল' ও আঁশ থেকে 'অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট'য়ের সুবিধা মেলে, যা কোষকে বিভিন্ন ক্ষয় থেকে সুরক্ষা দেয়।কমায়: প্রতি সপ্তাহের কয়েকটি আপেল খাওয়া আপনাকে ডায়াবেটিসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। আবার প্রতিদিন একটা খেতে পারলে আরও ভালো, এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে প্রায় ২৮ শতাংশ, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

অ্যালার্জি থেকে সুরক্ষা: আপেলকে প্রতিদিন খাদ্যাভ্যাসে যোগ করার আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে এই ফল বা ফলটির কোনো উপাদানে আপনার অ্যালার্জি আছে কি না। যদিও এমনটা হওয়া বেশ দুর্লভ, তবে সাবধানের মার নেই। আপেল খাওয়ার পর ত্বকের কোথাও ফুলে ওঠা, চুলকানি, জিভ চুলকানো ইত্যাদি দেখা দিলে বুঝতে হবে আপনার অ্যালার্জি আছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

হাঁপানির তীব্রতা কমাতে: নিয়মিত কী পরিমাণ আপেল খাচ্ছেন সেটার ওপর নির্ভর করে হাঁপানির সমস্যা কমে। 'অ্যাডভান্সেস ইন নিউট্রিশন' জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, প্রায় ৬৮ হাজার নারীকে নিয়ে করা গবেষণায় দেখা যায়, যারা দিনে একটি আস্ত আপেল গ্রহণ করেছেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের হাঁপানির তীব্রতা কমেছে সবচাইতে বেশি। যারা দিনে একটি আপেলের ১৫ শতাংশ খেয়েছেন তাদের রোগের তীব্রতা কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ।

দাঁত সাদা করে: আপেল দাঁতের হলদেটে ভাব দূর করতেও বেশি কার্যকর। আপেল চিবানো সময় তা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যকণা এবং দাঁতের ওপরের হলদেটে আস্তর পরিষ্কার করে। আপেলে অম্লীয় গুণই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

আমাদের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক পাকস্থলী

আমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিস্ক। আচরণ, চিন্তা, এমনকি আমাদের শারীরিক গঠন কেমন হবে সবই নিয়ন্ত্রণ হয় মস্তিষ্ক থেকে। অবাক করা কথা হলো, আমাদের মস্তিস্ক নাকি আসলে দুটি।

যুক্তরাষ্ট্রের আসাপ সায়েন্স নামে একটি গবেষণা টিমের পক্ষ থেকে একথা বলা হচ্ছে। তারা বলছে, পাকস্থলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নালী কোলন এনটারিক নারভাস সিস্টেম' নামে একগুচ্ছ স্নায়ু আমাদের নিয়ন্ত্রর করে।

ইতা, উদ্বিগ্নতাসহ আরও অনেক মানসিক জটিলতা ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দূর হয়ে যেতে পারে।

ওই গবেষক দলের দাবি, আমরা যতটা ধারণা করি- দ্বিতীয় মস্তিস্কের প্রভাব আমাদের ওপর চার চেয়ে অনেক বেশি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে এই দ্বিতীয় মস্তিস্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। কারণ, এটি কেবল আমাদের খাদ্যনালী থেকে শুরু করে মলদ্বার পর্যন্ত পরিপাকতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে না গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মস্তিস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলেও এই দ্বিতীয় মস্তিস্ক শরীরকে সচল রাখতে সক্ষম।

এখানেই শেষ নয়, আমাদের মনের ওপরও রয়েছে এক আশ্চর্য রকম নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় মস্তিস্ক নাকি আমাদের মানসিক অবস্থা এবং আচরণ দুটিই নিয়ন্ত্রণ করে।

আমাদের শরীরের প্রায় অর্ধেক ডোপামিন (ডোপামিন হলো একটি হরমোন এবং ক্যাটেকোলামাইন ও ফেনাথ্যালামিন পরিবারের একটি নিউরো ট্রান্সমিটার যা মানব মস্তিষ্ক ও শরীরের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে দরকার হয়) এবং ৯০ শতাংশ সেরোটোনিন (সেরোটোনিন হলো মস্তিষ্কের স্নায়ুকে সংযোগকারী একটি নিউরোট্রান্সমিটার, যার রাসায়নিক নাম ৫-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন। রক্তনালিকায় রক্ত প্রবাহে সাহায্য করে এটি এবং মানুষের ভালো থাকার অনুভূতি দেয়। যেকারণে একে সুখানুভূতির হরমোনও বলা হয়। যদিও এটি হরমোন নয়, এটি একটি মনোএমাইন। অনেক উদ্ভিদ এবং ছত্রাকে সেরোটোনিন পাওয়া যায়) আসে কোলন থেকে। এখনো থাকা ব্যাকটেরিয়া হরমোন দু'টি ব্যবহার করে আমাদের ভালো থাকার অনুভূতি দেয়। আবার এই ব্যাকটেরিয়াগুলো মস্তিষ্কে সরাসরি নির্দিষ্ট কিছু খাবারের চাহিদার কথা জানায়।

নেতা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের দ্য ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিড জেফেন স্কুল অব মেডিসিনের সাইকায়াট্রি অ্যান্ড বিহেভিয়াল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক এমেরান মায়ের বলেন, এইপ্রক্রিয়াটা এতো জটিল যে এর একমাত্র কাজ হলো কোলন পরিষ্কার রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

তবে ব্যাকটেরিয়াগুলো কেবল ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে না,আমাদের মনের ওপর এদের প্রভাব রয়েছে। খাদ্যাভাসের জন্য যে কোনো বয়সী মানুষ বিষন্নতা এবং উদ্বেগে ভুগতে পারেন।গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব পাল্টে দিতে পারে। পাকস্থলীতে ব্যাকটেরিয়া ভালো থাকলে মানুষ অনেক বেশি ক্ষমাশীল এবং সামাজিক হয়ে ওঠে।

রাতের রানি নাইট কুইন

নাইট কুইন নাম শুনে সহজেই বুঝে নেওয়া যায় রাতের আঁধার আলো করে ফোটে ফুলটি। ফুলের সৌন্দর্য-সৌরভ ও প্রস্ফুটন সব মিলে এ ফুলকে দিয়েছে রানির আসন। যার ফলে এর নামকরণও সার্থক। সন্ধ্যা থেকেই একটু একটু করে কলি হতে ফুল ফোটার প্রস্তুতি নিয়ে একে একে সবগুলো পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়ে অপার সৌন্দর্যে রাতের নীরবতায় হাজির হয় ফুলটি। তাছাড়া নাইট কুহ্যসজ্জিত হয়ে ওঠে। তখনই বোঝা যায় নাইট কুইনের ফুল ফোটার সময় হয়েছে। ফুলটিকে সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না তার মূল কারণ হল ফুলটি নিজেকে আত্মপ্রকাশ ও বিকশিত করে রাতে। আবার রাত শেষ হওয়ার আগেই ঝরে যায়। অর্থাৎ ভোরের আলো ফোটার আগেই তার জীবনাবসান। তাই তো এ ফুলকে দুর্লভ ফুল বলে আখ্যা দেওয়া হয়। অনেক ধৈর্য, পরিশ্রম ও প্রতিরক্ষার পরই নাইট কুইন ফুল দেখার সৌভাগ্য হয়। তাও খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। তাছাড়া চারা গাছ হতে ফুল ফোটতে সময় নেয় ৫ থেকে ৭ বছরেরও বেশি সময়। এর

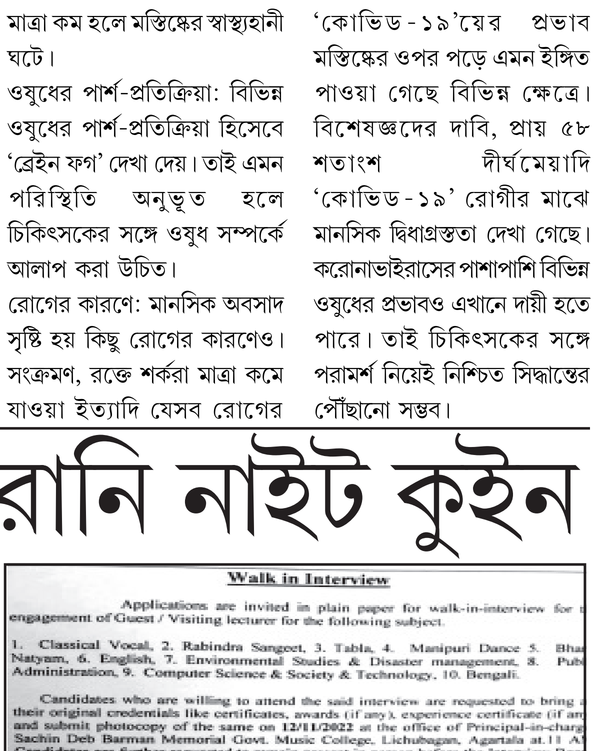

Walk in Interview

Applications are invited in plain paper for walk-in-interview for engagement of Guest / Visiting lecturer for the following subject.

1. Classical Vocal, 2. Rabindra Sangeet, 3. Tabla, 4. Manipuri Dance 5. Bha Natyam, 6. English, 7. Environmental Studies & Disaster management, 8. Publ Administration, 9. Computer Science & Society & Technology, 10. Bengali.

Candidates who are willing to attend the said interview are requested to bring their original credentials like certificates, awards (if any), experience certificate (if an and submit photocopy of the same on 12/11/2022 at the office of Principal-in-charg Sachin Deb Barman Memorial Govt. Music College, Lichubagan, Agartala at 11 A Candidates are further requested to remain present in person before the Interview Boa for getting selection failing which candidature shall not be considered.

Candidates shall have to arrive well ahead of the scheduled timing of the Intervie by 10.30Am sharp.

Qualification

1. Engagement of Guest Lecturers is purely temporary and will be made on mer basis by way of maintaining the reservation policy of State Government.
2. At least 55% Marks in Master Degree (50% in Case of SC/ST/PH & Ph. Degree Holder)
3. Priority to be given to the JRF/NET/SLET/ Ph.D. Holders.
4. Allotment of classes and payment of the honorarium will be made as pe guidelines / norms of the state Government.
5. No T.A and DA will be entertained for the said purpose.

Sd/-illegible
Principal-in-charge
S.D.M Govt.Music College
Lichubagan, Agartala.Tripura West

চারা তৈরি হয় পাথরকুচি গাছের মতো পাতা থেকে। পাতা নরম মাটিতে রেখে দিলে তা থেকে ধীরে ধীরে চারা গাছ গজায় এবং এ চারা গাছ বড় গাছে পরিণত হয়। গাছের পাতার রং সবুজ ও বেশ পুরু। গাছ উচ্চতায় গড়ে ৪ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার পাতা থেকেই প্রস্ফুটিত হয় ফুল।

ফুটন্ত ফুলের নয়নাভিরাম রূপ-সৌন্দর্য যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। লম্বা বোঁটায় নমনীয় কোমল অনেকগুলো পাপড়ির সমন্বয়ে সৃষ্ট নাইট কুইন ফুল। মাঝে পরাগ অবস্থিত। ফুলের রং প্রধানত সাদা। তবে সাদা রঙের ফুলে মাঝে ঘিরে রঙের মিশ্রণ ও সুমিষ্ট গন্ধ সব মিলে নাইট কুইনকে দিয়েছে রাজকীয় ফুলের আসন। সর্বোপরি এসব গুণাবলির জন্যই নাইট কুইন ফুলকে বলা হয় রাতের রানি। নাইট কুইন সরাসরি মাটি ও টবে রোপণ উপযোগী ফুল গাছ। উঁচু ভূমি জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত রৌদ্রউজ্জ্বল স্থানে নাইট কুইন ভালো জন্মে। রাতের রানি বলে খ্যাত নাইট কুইন তার সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়ে প্রকৃতিতে সাজিয়ে তুলুক মায়াময় রূপে সে প্রত্যাশাই রইলো।

যেসব খাবার ঘুমানোর আগে খাওয়া ঠিক নয়

রাতে ঠিক সময়ে শোয়ার পরেও ঘুম না আসার মতো বিরম্বনা আর হয় না। টিভি দেখা, মোবাইল ফোনে চোখ রাখার মতো বিষয়গুলো ঘুমে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়া কিছু খাবার রয়েছে যা রাতে শোবার আগে খেলে ঘুমাতে সমস্যা হতে পারে।

পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের ডায়াবেটিক প্রশিক্ষক, পুষ্টিবিদ ও সুস্থতার প্রশিক্ষক অবনি কৌল রাতে ঘুমের সমস্যা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানান।

পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট: রাতে ঘুমানোর আগে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট ধরনের খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে শরীরে অস্বস্তি দেখা দেয়। রাতে ঘুমানোর আগে পনিরের পাস্তা বা এই ধরনের খাবার খেলে অস্বস্তি দেখা দেয়। রাতের পরিবর্তে দিনে জটিল শর্করা ও উচ্চ-চর্বি যুক্ত খাবার গ্রহণ করা ভালো।

রসুন: মজাদার ও সুগন্ধিযুক্ত রসুন খাবারের স্বাদ বাড়ায়। তবে রাতে ঘুমানোর আগে রসুন খাওয়া ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এটা তাপ উৎপাদনকারী ভেষজ হিসেবে পরিচিত। রসুনের রাসায়নিক উপাদান রাতে বুক জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করতে পারে। রাতের খাবার তৈরিতে কেবল স্বাদ ও ঘ্রাণের জন্য সামান্য রসুন ব্যবহার করা উচিত।

চকলেট: রাতে 'ডার্ক চকলেট' খাওয়ার মতো আরামদায়ক আর কিছু নেই। এটা ভুল ধারণা। এতে লুকায়িত ক্যাফেইন ও চিনি ঘুমে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। চকলেট মজার হলেও এটা হরমোনে ভারসাম্যহীনতা বাড়ায়। ফলে সারা রাত জাগ্রত রাখে। তাই রাতে ঘুমানোর আগে চকলেট না খাওয়াই ভালো।

ঠাকুরবাড়ির অশান্তি নিয়ে মমতাবালার অভিযোগ ওড়ালেন সুকান্ত

কলকাতা, ৮ এপ্রিল, (হি.স.): "মহিলাদের উপর নির্যাতন নিয়ে সন্দেশখালিকাণ্ডের পর তৃণমূলের আর মুখ খোলাই উচিত নয়।" বনগাঁয় ঠাকুরবাড়িতে রবিবার রাতের অশান্তি প্রসঙ্গে সোমবার এই মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্তবাবু বলেন, "ঠাকুরবাড়িতে কী হয়েছে, সে ব্যাপারে বলে দিয়েছেন আমাদের প্রার্থী তথা দেশের মন্ত্রী। কিন্তু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মানুষ জানেন, নরেন্দ্র মোদী নারী সশক্তিকরণের জন্য কী ভাবেন আর কী কী করেছেন। একই ভাবে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপের মানুষ জানেন, তৃণমূল নারীদের কী চোখে দেখে, আর কী কী অপরাধ করেছে।" ২০১৯ সালে প্রয়াত হন বীণাপাণি দেবী। ঠাকুরবাড়িতে যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেই ঘরেই রবিবার রাতে দলবল নিয়ে শান্তনু চড়াও হন বলে অভিযোগ উঠেছে। দাবি, শাবল, হাতুড়ি দিয়ে তিনি নিজেই তালা ভাঙেন। পরিবারের আরও কয়েক জন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। বীণাপাণিদেবী বেঁচে থাকাকালীন তাঁর পাশের ঘরে থাকতেন ঠাকুরবাড়ির বড় বৌমা মমতাবালা।

বর্তমানে তিনি থাকেন বীণাপাণিদেবীর ঘরটিতেই।

মমতাবালার অভিযোগ, "বড়মা বীণাপাণিদেবী নারী সমাজে সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন। তাঁকে সকলে বড়মা বলে পুজো করি। মোদীর পরিবারের সদস্য শান্তনু ঠাকুর জুতো পায়ে লাথি মেরে তালা ভেঙে বড়মার ঘরে ঢুকে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। আমি ও আমার মেয়ে ঘরের দরজার পাশে বসেছিলাম। আমাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বড়মার ঘরে জুতো পায়ে ঢুকেছে।"

কলকাতার হাসপাতালে বসিরহাটের অসুস্থ তৃণমূল প্রার্থীর অবস্থা স্থিতিশীল

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী তথা হাড়োয়ার বর্ষীয়ান বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম অসুস্থ। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বর্ষীয়ান নেতার শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল। নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। আপাতত তাঁকে রাখা হয়েছে হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে। সোমবার হাজি নুরুলের শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁকে অন্য কেবিনে স্থানান্তরিত করা হতে পারে। তবে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকেরা।

মোজাম্বিকে নৌকাডুবে বিপুল প্রাণহানি, অন্ততপক্ষে ৯০ জনের মৃত্যু

মোজাম্বিক, ৮ এপ্রিল (হি.স.): পূর্ব আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকের উত্তর উপকূলে একটি নৌকা ডুবে ৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ডুবে যাওয়া নৌকায় ১৩০ জন ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডুবে যাওয়া নৌকা থেকে পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিহতের সংখ্যা ৯০ জনের বেশি হতে পারে। নামপুলা প্রদেশের আধিকারিকরা মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী বলেছেন, কলেরার প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচতে নিহতরা কোথাও পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। নিহতদের মধ্যে অনেক শিশু রয়েছে। অতিরিক্ত যাত্রী তোলার কারণে নৌকাটি ডুবে যায়। উল্লেখ্য, গত বছরের জানুয়ারি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে নামপুলা প্রদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউনিসেফের হিসেবে, চলামন প্রাদুর্ভাব গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

আবগারি মামলায় ইডি-র মুখোমুখি দুর্গেশ পাঠক, এজেন্সির সমালোচনায় সরব সন্দীপ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সমন পাওয়ার পর সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দিলেন আম আদমি পার্টির নেতা দুর্গেশ পাঠক। সোমবার দুপুরে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দফতরে উপস্থিত হন দুর্গেশ, আবগারি দুর্নীতি মামলায় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। দুর্গেশের ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়া প্রসঙ্গে এদিন এএপি নেতা সন্দীপ বলেছেন, 'যাঁরা যাঁরা তাঁদের (বিজেপি) পথে বাধা সৃষ্টি করবে, ধীরে ধীরে সবাইকে ডাকবে।'

সূত্রের খবর, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বর্তমানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ্ত সহায়ক বিভাব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এরইমধ্যে এএপি নেতা দুর্গেশ পাঠককেও তলব করে। সেই মতো এদিন দুপুরে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন দুর্গেশ পাঠক।

রামবানে ভূমিধস; পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসল পাথর, উন্মুক্ত জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ৮ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। সোমবার সকালে রামবানের খুনি নাল্লাহর কাছে ধস নামে, পাহাড় থেকে বিশালাকার পাথর গড়িয়ে আসে রাস্তায়। এরপর সমগ্র দেশের সঙ্গে ভূস্বর্গকে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে পড়ে অসংখ্য গাড়ি। এরপর রাস্তা থেকে পাথর সরানোর পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এই সময়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বহু মানুষ। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হলেও, আপাতত সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ভূপতিনগর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে দিল্লি গেলেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): ভূপতিনগরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র ভূমিকা নিয়ে 'অতিসক্রিয়তা'র অভিযোগ তুলে সোমবারই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল। দিল্লির কমিশনের সদর দফতরে গিয়ে ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করবে তৃণমূলের ১০ সদস্যের এক দল।

দিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন জানান, কমিশনের কাছে তাঁরা সমান মাঠে খেলানোর দাবি জানাবেন।

তাঁর কথায়, "নির্বাচনী আচরণবিধি চলাকালীন অত্যন্ত অন্যায় ভাবে বাংলায় তৃণমূলের ক্ষেত্রে ইডি, সিবিআই, আয়কর বিশেষ করে এনআইএ-কে কেন্দ্রীয় সরকার কাজে লাগাচ্ছে। শুধু বাংলায় নয়, অন্যান্য রাজ্যের বিরোধীদের ক্ষেত্রেও একই কাজ করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তারা শুধু জেলেই পাঠাচ্ছে না, আমাদের অনেক কর্মী, বন্ধুকে এনআইএ দিয়ে গ্রেফতার করে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

কানপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবকের মৃত্যু, আহত ১

কানপুর, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : কানপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় ১ জন আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে কানপুরের কল্যাণপুর থানা এলাকায় একটি গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় যুবকের ভাই আহত হয়েছেন। আউরাইয়া জেলার বীরপুর গ্রামের বাসিন্দা দীপক সেঙ্গার এদিন সকালে মামার ছেলে রঞ্জিতকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে কল্যাণপুরে আসছিল, রাস্তায় একটি গাড়ি তাদের ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দীপক সেঙ্গারের, আহত হয়েছেন তাঁর ভাই। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে আহত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে করা হয়েছে।

এবার জিতেন্দ্রকে পালটা চ্যালেঞ্জ মন্ত্রী শশীর

কলকাতা, ৮ এপ্রিল, (হি.স.): এনআইএ আধিকারিকের সঙ্গে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির গোপন বৈঠক হয়েছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। পালটা জিতেন্দ্র তিওয়ারি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জানিয়েছেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে এই মন্তব্য তৃণমূল ফিরিয়ে না নিলে মানহানির মামলা ঠুকবেন তিনি। আর জিতেন্দ্র এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সোমবার পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।

শশী পাঁজা সাংবাদিকদের বলেন, """জিতেন্দ্র তিওয়ারি সাত দিন পরে মানহানির মামলা করার কথা কেন বলছেন? যদি তাঁর সাহস থাকে তবে তিনি অবিলম্বে মামলা করুন।"""" তিনি আরও বলেন, """"এই মুহূর্তে নির্বাচনে ভোটের লড়াই হওয়া উচিত, কিন্তু বাংলাকে ক্রমাগত অপমান করছে বিজেপি। বিরোধীদের সবাইকে দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে এবং নিজেকে সাধু বলে দাবি করছে।""""

ডিএমকে-কে একহাত নিলেন অনুরাগ, পাল্টা কানিমোঝি বললেন আমরা চুপ নেই

চেন্নাই, ৮ এপ্রিল (হি.স.): কাচাথিভু দ্বীপ ইস্যুতে ডিএমকে-র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। সোমবার চেন্নাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'তামিলনাড়ুর জনগণের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসীম ভালোবাসা রয়েছে, তিনি তামিলনাড়ুর উন্নতির জন্য বারবার এখানে আসেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের বিরোধিতা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য দেখে দুঃখ হয়, রাজ্যের মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে ভালোবাসেন।' এরপরই অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'কাচাথিভু দ্বীপের ইস্যুতে ডিএমকে নীরব কেন? তাঁর (রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী) মতে কি দেশের একটি অংশ শ্রীলঙ্কাকে দিয়ে দেওয়া ঠিক? প্রধানমন্ত্রী তামিল সংস্কৃতি, তামিল ভাষা এবং রাজ্যের অগ্রগতি পছন্দ করেন। কেন ডিএমকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের বিরোধিতা করছে? আসলে তাঁরা জানেন, জনগণ বিজেপির পক্ষে ভোট দিতে চায়।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর পাল্টা উত্তর দিয়েছেন ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি। কাচাথিভু দ্বীপ ইস্যুতে এদিন ডিএমকে নেত্রী এবং থুথুকুডি সংসদীয় আসনের প্রার্থী কানিমোঝি বলেছেন, 'ডিএমকে এই ইস্যুতে নীরব নয়। আমরা এই ইস্যুটি বহুবার উত্থাপন করেছি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপি সরকার কখনও উত্তর দেয়নি। কাচাথিভু সম্পর্কে কথা বলা, আসলে নির্বাচনী প্রচারের জন্য, জনকল্যাণের জন্য নয়।'

সুকমায় উদ্ধার বিপুল বিস্ফোরক, ৪ নকশাল-সহ ধৃত ৬

সুকমা, ৮ এপ্রিল (হি. স.): ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলা থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে সুকমার দুটি জায়গা থেকে নকশালদের লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

জানা গেছে, সিআরপিএফ-এর কোবরা ব্যাটালিয়ন এবং বস্তার ব্যাটালিয়নের একটি যৌথ দল কিস্তারাম থানার সীমানার অধীনে টোন্ডামার্কা এবং ডাব্বামার্কা গ্রামের মধ্যে থেকে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় ৪ জন নকশাল ও তাদের দুই সহযোগীকে পাকড়াও করা হয়েছে।

তৃণমূলের তিন নেতাকে তলব এনআইএর

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মানব পড়ুয়া এবং দুই নেতা সুবীর মাইতি, নবকুমার পাঁজাকে দফতরে হাজিরার নোটিস পাঠিয়ে সোমবারই কলকাতার অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয়। শনিবার ভূপতিনগর বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত করতে গিয়ে তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়ে। তা নিয়ে চূড়ান্ত উত্তেজনা ছড়ায়। বাধা পেরিয়ে শেষমেশ দুই নেতাকে গ্রেফতার করে এনআইএ।

২০২২ সালের ২ ডিসেম্বর ভগবানপুর ২ ব্লকের ভূপতিনগর থানার অর্জুন নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নায়ড়াবিলা গ্রামে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাজকুমার মান্না, তাঁর ভাই দেবকুমার মান্না ও বিশ্বজিৎ গায়েনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে এলাকায় যায় পুলিশ। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্তও শুরু করে। পরে আদালতের নির্দেশে গত বছরের জুনে ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় এনআইএ।

দিলীপ ঘোষকে 'গো ব্যাক' স্লোগান

পশ্চিম বর্ধমান, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : দিলীপ ঘোষকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে দুর্গাপুরের ফুলঝোড় মোড়ে 'চায়ে পে চর্চা'য় যোগ দিতে গিয়েছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ। তিনি এমএমসি টাউনশিপ এলাকায় প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ওই কর্মসূচিতে যোগ দেন। তিনি পৌঁছনোর পরেই তাঁকে লক্ষ্য করে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওঠে 'জয় বাংলা' স্লোগানও।

তার পরেই ওই চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা দিলীপকে ওই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে 'ভাইপো চোর, পিসি চোর, তৃণমূলের সবাই চোর' স্লোগান দিতে দিতে এলাকা ছাড়তে দেখা যায় দিলীপবাবুকে। এলাকায় আসে পুলিশবাহিনী। দুই দলের ধস্তাধস্তি থামাতে হিমশিম খেতে হয় দুর্গাপুর নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশকে।

'জেলের জবাব ভোটে", অভিনব অভিযানের সূচনা করল কেজরিওয়ালের এএপি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ দলের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতারির প্রতিবাদে এবার অভিনব এক অভিযান শুরু করল আম আদমি পার্টি (এএপি)। এই অভিযানের নাম রাখা হয়েছে "জেলের জবাব ভোটে"। সোমবার আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং, গোপাল রাই, সন্দীপ পাঠক প্রমুখ এই অভিযানের সূচনা করেছেন।

এই অভিযান সম্পর্কে এএপি নেতা, যিনি কিছু দিন আগেই জেল থেকে বেড়িয়েছেন, সেই সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'দলীয় কর্মীরা এই অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি দিল্লিবাসীদের বলতে চাই, ভোট দিতে যাওয়ার আগে আপনাদের বিদ্যুৎ বিল দেখুন, সেই সন্তানের মুখ দেখুন যার জন্য আমরা সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছি, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য "তীর্থযাত্রা" প্রকল্প এবং মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা।'

দিল্লি বিমানবন্দরে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের হুমকি, গ্রেফতার দুই

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি. স.): পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে দিল্লি বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দিল্লি বিমানবন্দরে। হুমকি বার্তা পেতেই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার পুলিশ সূত্রে বিষয়টি জানা গেছে।

জানা গেছে, দিল্লি বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার আগে যাত্রীদের জিনিসপত্রে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল যাত্রীদেরও। সেই সময় দুই যাত্রী পারমাণবিক বোমা দিয়ে দিল্লি বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন নিরাপত্তাকর্মীদের। এরপর বিমানবন্দরে হইচই পড়ে যায়।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিমানবন্দরে পারমাণবিক বোমা হামলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে দুই যাত্রীকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বোমা হামলার হুমকি পাওয়ার পর বাড়তি সতর্ক রয়েছে দিল্লি পুলিশ।

দিনহাটায় বিজেপির সভামঞ্চ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দিনহাটা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : কোচবিহারের দিনহাটার মোক্তারের বাড়ি হাই স্কুলের মাঠে বিজেপির সভামঞ্চ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

বিজেপির অভিযোগ, এদিন বিকেল ৫টা নাগাদ ওই এলাকায় বিজেপির সভা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছিল। সকালে বিজেপি নেতারা সভামঞ্চের সামনে পৌঁছে দেখেন, মঞ্চ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রীত দুষ্কৃতীরা সভামঞ্চ পুড়িয়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

দেশবাসীর থাকার ব্যবস্থা করা না গেলে বাইরের কেউ কেন সুবিধা পাবে, সিএএ নিয়ে প্রশ্ন অতিশীর

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি. স.): নিজের দেশের মানুষকে যখন চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না, মাথার উপর ছাদ তৈরি করে দেওয়া যাচ্ছে না, সেই সময় অন্য দেশের মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা হবে। সোমবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে এমনই প্রশ্ন তুললেন এএপি নেত্রী অতিশী।

এএপি নেত্রী অতিশীর প্রশ্ন, নিজের দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থানের জোগাড় না করে, কেন অন্য দেশের মানুষকে সুবিধা দেওয়া হবে।

ওয়ানাড়ে লড়ার জন্য পিএফআই-এর সমর্থন নিয়েছেন রাহুল গান্ধী : স্মৃতি ইরানি

রায়বেরেলি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। সোমবার স্মৃতি অভিযোগ করেছেন, কেরলের ওয়ানাড়ে লড়ার জন্য পিএফআই-এর সমর্থন নিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

এদিন উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'আমরা এই তথ্য পেয়েছি যে, রাহুল গান্ধী ওয়ানাড়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সন্ত্রাসী সংগঠন পিএফআই-এর সমর্থন নিয়েছেন। তিনি আমেঠিকে অপমান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেঠির উন্নয়ন করেছেন এবং আমেঠির মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আশীর্বাদ করবেন।'

স্মৃতি ইরানি এদিন আরও বলেছেন, 'বিজেপি কর্মীরা জানেন, গান্ধী পরিবার আমেঠি থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসবে। আমেঠি লোকসভা কেন্দ্রে ১৯ লক্ষ নাগরিকের কাছে রেশন পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, গান্ধী পরিবার যদি নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে থাকে, তাহলে এই ১৯ লক্ষ নাগরিক যারা বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন, গান্ধী পরিবার এই পরিবারগুলিকে কী বলবে?... রাহুল গান্ধী ওয়ানাড়কে নিজের পরিবার হিসাবে ঘোষণা করেছেন...গতকাল কংগ্রেসের এক নেতা বলেছেন রাহুল গান্ধী ওয়ানাড়কে বেছে নিয়েছেন, কারণ রাহুল গান্ধী বলেছেন ওয়ানাড়ের মানুষজন বেশি অনুগত। তাহলে আমেঠির আনুগত্যের কী হবে?'

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা থামেনি। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৯০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৮৬ ডলার প্রতি ব্যারেল।

সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে উপলব্ধ।

আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড সপ্তাহের প্রথম দিনে ১.৩৯ ডলার বা ১.৫২ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৯.৭৮ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ১.২৪ ডলার বা ১.৪৩ শতাংশ কমে ৮৫.৬০ ডলারে লেনদেন করছে।

প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের ৩০ জন নেতাকে সিবিআই তলবের খবর

পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : একটি মামলায় মোট ৩০ জন তৃণমূল নেতাকে নোটিস পাঠাল সিবিআই। আর এই নোটিস ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। জানা গিয়েছে, বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় গত সপ্তাহে দুদিন ধরে কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা আইএনটিটিইউসি-র কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ বেজ-সহ উত্তর কাঁথি বিধানসভার ৩০জন তৃণমূল নেতাকে নোটিস পাঠিয়ে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে। যদিও এই মুহূর্তে তাঁরা সকলে ভোটপ্রচারে ব্যস্ত, তাই কেউই হাজিরা দেননি বলে জানা গিয়েছে। সোমবার এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। সূত্রের খবর, ২-৩ দিন আগে দু'দফায় ১৩ ও ১৭ জন তৃণমূল নেতাকে তলব করে সিবিআই। এই তালিকায় রয়েছেন কাঁথির সংগঠনের একাধিক নেতা। কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ বেজ বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভোটের মুখে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। আমরা ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকার কথা জানিয়ে পালটা চিঠি পাঠিয়েছি। আমরা কেউ হাজিরা দিইনি।

বাচ্চাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে প্রহৃত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.): প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীকে লাঠি-রড দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ মারধরের পর শূন্যে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পা এবং কোমরে গুরুতর আঘাত নিয়ে খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কাউন্সিলরের স্বামী। লোকসভা ভোটের আগে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে খড়্গপুরে।

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অঞ্জনা সাকরে জানান, সোমবার সকালে সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তাঁর স্বামীকে মারধর করা হয়।

আক্রান্ত যুবকও হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে জানান, বাইকে চেপে ফেরার সময় তাঁকে কয়েক জন রাস্তায় হাত দেখিয়ে দাঁড় করায়। তার পরেই তাকে মারধর শুরু করে। অভিযোগ, পা এবং কোমরে রড, লাঠি দিয়ে মারা হয়। তার পর শূন্যে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। কিন্তু কেন এই হামলা চালানো হল, এর নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক শত্রুতা আছে কি না, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশও। এই প্রসঙ্গে শহর তৃণমূলের সভাপতি সূর্যপ্রকাশ রাও বলেন, "খবর পাই রঞ্জিতকে মারধর করেছে, শূন্যে গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে দেখতে এসেছিলাম। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।"

পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) ধৃতিমান সরকার বলেন, "সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।"

গোরক্ষপুরের সপা প্রার্থী কাজল নিশাদ অসুস্থ, চিকিৎসাধীন লখনউয়ের হাসপাতালে

গোরক্ষপুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সমাজবাদী পার্টির গোরক্ষপুর সংসদীয় আসনের প্রার্থী কাজল নিশাদ। রবিবার গভীর রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে লখনউয়ের মেদান্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হন গোরক্ষপুর সংসদীয় আসনের দলীয় প্রার্থী কাজল নিশাদ। রবিবার গভীর রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে লখনউয়ের মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জোরদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন কাজল, প্রতিদিনই পুরোদমে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। কাজল নিশাদের স্বামী সঞ্জয় বলেছেন, প্রচণ্ড গরমে মধ্যে প্রচার চলাকালীন কাজল অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এরপরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ডিহাইড্রেশন এবং উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন তিনি। আপাতত তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে কাজলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার খবর পেয়ে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে মানুষের ভিড় বাড়ছে।

খেললেন ফুটবল; আলাপচারিতা জনগণের সঙ্গে, আসানসোলে জনসংযোগ জিতেন্দ্রর

আসানসোল, ৮ এপ্রিল (হি.স): আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বিজেপি এখনও কোনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ভোজপুরী গায়ক পবন সিং-এর নাম আসানসোল কেন্দ্রের জন্যে নির্ধারিত হলেও, তিনি নিজে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোয় আসানসোলে বিজেপি এখনও কোনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তবে বিভিন্ন মন্দিরে যেমন পূজার্চনা করছেন, তেমনই নতুন করে জনসংযোগ ভিত্তি সুদৃঢ় করতে প্রায়শই নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এনআইএ বিতর্কের আবহে সোমবার সাত সকালেই জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে তার অনুগামীদের সাথে কুলটি ক্লাব অঞ্চলে মনিংওয়ার্ক করতে দেখা যায়। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তিনি পৌঁছে যান কুলটি গল্ফ গ্রাউণ্ড মাঠে।

এরপর সেখানে ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে গল্ফ গ্রাউণ্ড থেকে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হন কুলটির রাণীতলায়। যেখানে তিনি চা পান করেন। একই সাথে স্থানীয় বাসিন্দাদেরর সঙ্গে সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা করেন। এই বিষয়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যখনই জনগণের মধ্যে আসেন, তখনই তা জনসংযোগের আকার ধারণ করে। তবে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ, কুলটির মানুষ, এখানকার বাসিন্দারা তাঁর পরিবারের অংশ। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা তাদের খোঁজখবর নিতে আসাটা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি বা জনসংযোগ অভিযান নয়। পাশাপাশি এদিন এনআইএ বিতর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং দলের মুখ্য সচেতক, রাজ্য সভাপতি সবাই এই বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেছে। তাই তার নিজের আর কিছু বলার নেই।

মর্যাদাসম্পন্ন করিমগঞ্জ সাধারণ আসনে ত্রিমুখি লড়াইয়ের সম্ভাবনা, সবচেয়ে বিত্তবান এআইইউডিএফ প্রার্থী

হলফনামায় আয়ব্যয়ের খতিয়ান কংগ্রেস এবং বিজেপি প্রার্থীরও

।। স্নিগ্ধা দাস।।

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু, হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। জোরকদমে প্রচার চলছে শাসক-বিরোধী দলের প্রার্থী ও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের। দ্বিতীয় দফায় করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। মনোনয়ন পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বিজেপি, কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, বাম দল সহ মোট ২৪ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ মর্যাদাসম্পন্ন করিমগঞ্জ সাধারণ কেন্দ্রে।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মর্যাদাসম্পন্ন করিমগঞ্জ সাধারণ আসনে মূলত লড়াই হবে তিন দলের মধ্যে। এঁরা যথাক্রমে কংগ্রেসের হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী, বিজেপির কৃপানাথ মালাহ এবং এআইইউডিএফ-এর সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী।

অসমের রাজনীতিতে বহুচর্চিত করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে লড়ছেন উচ্চশিক্ষিত গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের সিনিয়র আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী। মর্যাদাসম্পন্ন করিমগঞ্জ আসনে বিজেপি যখন সর্বশক্তি দিয়ে ময়দানে নেমেছে, তখন কোনও ধরনের সাংগঠনিক শক্তি ছাড়াই একাই একশোর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ।

একাংশ রাজনৈতিক মহলের কথায়, এবার করিমগঞ্জ আসনকে পাখির চোখ করেছে গেরুয়া দল। আর সংরক্ষণমুক্ত হওয়ার পর থেকে করিমগঞ্জ আসনের জন্য মনিটরিং করছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এই আসনে এখন পর্যন্ত যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, এখানে ত্রিকোণ লড়াইয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এআইইউডিএফ প্রার্থিত্ব দিয়েছে ধনকুবের সাহাবুল ইসলাম চৌধুরীকে। করিমগঞ্জ আসনে স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তিতে এগিয়ে এআইইউডিএফ প্রার্থী সাহাবুল। এদিক থেকে বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালাহ তিনবারের বিধায়ক সহ বর্তমান সাংসদ আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে।

ছাত্রজীবনে দুল্লভছড়া হিন্দি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কৃপানাথ। পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনীতির যাত্রা শুরু হলে রাতাবাড়ির তিনবারের বিধায়ক থেকে উপাধ্যক্ষ হয়েছেন। এর পর করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের সাংসদ থেকে ২৪-এর নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী। দীর্ঘ বিজয়মালার নায়ক এবারের বিজেপি-প্রার্থী কৃপানাথ মালাহ।

করিমগঞ্জের বিজেপি-প্রার্থীর নেই কোনও গাড়ি, কৃষি জমি। নেই কোনও ধরনের অপরাধঘটিত মামলা। তবে করিমগঞ্জের বিদ্যানগর চা বাগানে পৈত্রিক এবং গুয়াহাটি হাতিগাঁওয়ে রয়েছে নিজস্ব বাড়ি।

১৯৯৭ সালে করিমগঞ্জ কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক প্রার্থী কৃপানাথ মালার হাতে নগদ রয়েছে ৫ লক্ষ এবং স্ত্রী নিভা মালার ৩ লক্ষ টাকা। এছাড়া কৃপানাথের পোস্ট অফিসে ২.৫ লক্ষ, এসবিআই লাইফ অ্যাকাউন্টে ৬ লক্ষ, এইচএসবিসিতে রয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। রামকৃষ্ণনগরে এসবিআই অ্যাকাউন্টে রয়েছে ৩ লক্ষ ২২ হাজার ১৫৩ টাকা, ধর্মনগরে ইন্ডাস ব্যাংকে ১৮ হাজার ৫০০ টাকা, গুয়াহাটি কানাড়া ব্যাংকে ৯৯ হাজার ৪২০ টাকা এবং নয়াদিল্লি এসবিআই অ্যাকাউন্টে রয়েছে ২ লক্ষ ৫ হাজার ৩১ টাকা। সস্ত্রীক কৃপার রয়েছে ১.৫ লক্ষ টাকার ১৩০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার। নগদ অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার এবং বিনিয়োগের মোট অর্থের পরিমাণ ৩১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১০৪ টাকা। তবে গত মেয়াদে বিজেপি প্রার্থীর মাথায় কোনও ঋণের বোঝা না থাকলেও বর্তমানে গুয়াহাটি কানাড়া ব্যাংকে হাউস লোন রয়েছে ৬৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৮২ টাকার।

২০২৪ সালের নির্বাচনে করিমগঞ্জের রিটার্নিং অফিসারকে পেশকৃত মনোনয়ন পত্রের হলফনামায় এমনই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাংসদ স্ত্রী নিভা মালাহের ব্যবসা থাকলেও তাঁর নামে গুয়াহাটি কানাড়া ব্যাংকে রয়েছে ৯৩ হাজার ৭০০ টাকা। তিন সন্তানের নামে কোনও নগদ অর্থ বা পৃথক সম্পত্তি নেই বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের তুলনায় এবার কিছুটা হলে ধনী হয়েছেন বিজেপি-প্রার্থী। বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাংক ডিপোজিটও। গতবারের হলফনামায় স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৪০ টাকা, এবার তা বেড়েছে দেড়গুণ। ২০১৯ সালের মনোনয়নের হলফনামায় ব্যাংক ডিপোজিট ৭.১৫ থাকলেও ২০২৪ সালে তা দ্বিগুণ হয়েছে।

উল্লেখ্য রাতাবাড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চল বিদ্যানগর চা বাগানের মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৭৫ সালে কৃপানাথের জন্ম। বাবা কৃষ্ণমোহন মালাহ ছিলেন স্থানীয় এলপি স্কুলের শিক্ষক। তাঁর মা মায়ারানি মালা গৃহিণী। ২০০২ সালে পঞ্চায়েত সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে কৃপানাথ মালার রাজনীতি শুরু হয়। ২০০৩ সালে রাতাবাড়ির বিধায়ক রথীশরঞ্জন চৌধুরীর অকাল প্রয়াণে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেবার উপ-নির্বাচনে প্রথমবারের মতো কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। এর পর আর রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হলেও ২০১১ এবং ২০১৬ সালের নির্বাচনে পর পর দুবার রাতাবাড়ির বিধায়ক নির্বাচিত হন কৃপানাথবাবু। ২০১৮ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হলে ২০১৯ সালে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের সাংসদ হন তিনি। আর ২০২৪ সালে ফের বিজেপি দলের প্রার্থী।

এদিকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিয়ম মোতাবেক আর্থিক অবস্থার হলফনামায় নিজের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব পেশ করেছেন বিএ (হ), এমএ (অ্যারাবিক), এলএলবি, এলএলএম ডিগ্রিধারী কংগ্রেস প্রার্থী আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী। সে হিসাবে দেখা গেছে, কংগ্রেস নেতার হাতে রয়েছে মাত্র ১ লক্ষ টাকা। স্ত্রী সুলতানা আমানা চৌধুরীর হাতে রয়েছে নগদ ৫০ হাজার টাকা। তাঁর ব্যক্তিগত কোনও স্বর্ণালঙ্কার না থাকলেও স্ত্রীর কাছে রয়েছে ৯০ গ্রাম ওজনের ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৫০ টাকার স্বর্ণালঙ্কার। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, কংগ্রেস প্রার্থীর যেমন কোনও ঋণ নেই, তেমনই কোনও ধরনের মামলাও তাঁর বিরুদ্ধে নেই। রয়েছে একটি মাত্র ইনোভা ক্রিস্টা গাড়ি। এছাড়া পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে মালিকানা সত্বে করিমগঞ্জে কৃষি জমিও রয়েছে তাঁর। রয়েছে করিমগঞ্জ এবং গুয়াহাটির উলুবাড়ি মৌজায় আবাসন।

হলফনামা মোতাবেক ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ৫ লাখ ৯১ হাজার ১৫০ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৪ লাখ ৯১ হাজার ২০০ টাকা, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৮ লাখ ৩ হাজার ২০ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৯ লাখ ৮৩ হাজার ৪৫০ টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৫ লাখ ৬৯ হাজার ৯৩০ টাকা। হলফনামায় উল্লেখ করা মতে, প্রার্থীর এসবিআই গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় রয়েছে ১২ লাখ ৭১ হাজার ৯৫২ টাকা, অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের করিমগঞ্জ শাখায় রয়েছে ২৬ হাজার টাকা। তাছাড়া ইনস্যুরেন্স পলিসি খাতে আমানত রয়েছে ৮.৫ লাখ টাকা।

স্ত্রী সুলতানা আমানা চৌধুরীর স্টক মার্কেট, শেয়ার মার্কেট, ইনস্যুরেন্স পলিসি খাতে কোনও বিনিয়োগ না থাকলেও এক্সিস ব্যাংকের শিলপুখুরি শাখায় রয়েছে ৬ লাখ ৬০ হাজার ২৩৯ টাকা, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড আমবাড়ি শাখায় রয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ৭০৩ টাকা এবং এইচডিএফসি ফেন্সিবাজার শাখায় রয়েছে ৩ লাখ ৩৭ হাজার টাকা।

সব মিলিয়ে পৈতৃক সম্মতিতে লাভকৃত জমি, করিমগঞ্জ এবং গুয়াহাটির বাড়ি সহ কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ৯ কোটি টাকা এবং স্ত্রী সুলতানা আমানা চৌধুরীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৮.৫ লাখ টাকা।

আজ সোমবার হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী জানান, দলীয়ভাবে জোরদার প্রচার অভিযান চলছে তাঁর। মনোনয়ন পেশ করার পর থেকে মানুষের মধ্যে নতুন করে উৎসাহ তৈরি হয়েছে। শাসক দল বিজেপি এই আসন ধরে রাখতে যতই লড়াই করুক না-কেন, এবার সেই আশা আর পূরণ হবে না। সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে। কোনও ধর্মীয় সুড়সুড়ি কাজ করবে না করিমগঞ্জ আসনে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছেন তিনি। তাই বিজয় নিশ্চিত।

অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এআইইউডিএফ প্রার্থী সাহাবুল একজন বিত্তবান ব্যক্তি। তিনি বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসেবেও পরিচিত। তাঁর হাতে গড়ে তোলা এনজিও গ্রিন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের সুবাদে উত্তর করিমগঞ্জে 'দাদাভাই' নামেই বেশি পরিচিত সাহাবুল। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মোতাবেক মনোনয়ন পত্রে প্রার্থীর আয়-ব্যয়-বিনিয়োগ-সম্পত্তির খতিয়ান বিস্তারিত হিসাব দিতে হয়। প্রার্থী তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তিরও হিসাব উল্লেখ করেছেন হলফনামায়। হলফনামা অনুযায়ী সস্ত্রীক সাহাবুল কোটিপতি। মনোনয়ন পেশের সময় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এফআইআর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন তিনি। ধনকুবের সাহাবুলের বিরুদ্ধে শিলং এবং কামরূপ মেট্রো জেলায় ঝুলছে দুটি করে মামলা।

হলফনামা মোতাবেক ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ১২ লাখ ৯৭ হাজার ১৭০ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৫৭, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৯ লাখ ৭৮ হাজার ৭২৬ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ২৩ লাখ ২৭ হাজার ৫৩৮ টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ২৩০ টাকা। তাঁর স্ত্রী শাহানারা বেগম চৌধুরীর আয় ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৭ লাখ ৫৯ হাজার ৯০৩ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৮ লাখ ৫৪ হাজার ৯০৩, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১০ লাখ ২৮ হাজার ১১৮ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১১ লাখ ৪৪ হাজার ৫৯০ টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ১৫ লাখ ৩০ হাজার ৫৮০ টাকা।

হলফনামায় উল্লেখ করা অনুযায়ী তাঁর হাতে নগদ রয়েছে ৬ লাখ ১৯ হাজার ১৬২ টাকা এবং স্ত্রী শাহানারা বেগম চৌধুরীর হাতে রয়েছে ৩ লাখ ৮১ হাজার ৩৮ টাকা। প্রার্থীর স্ত্রীর অলঙ্কারে নিজস্ব কোনও বিনিয়োগ না থাকলে তাঁর গয়নার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ রয়েছে আনুমানিক ৬ লাখ টাকা।

নিজের নামে এক্সিস ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে ৩ লাখ ৮১ হাজার ৮৬২ টাকা, কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার ৬৪২ টাকা, ইউনিয়ন ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টে রয়েছে ২৮৩২ টাকা, আইসিআইসিআই ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ১৬, ৪৪৫ টাকা এবং পিএনবি (পূর্বতন ইউবিআই) ব্যাংকে দুটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মিলে রয়েছে ৪১,৮০৯ টাকা। অন্যদিকে স্ত্রীর ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে ৫ লাখ ৫২ হাজার ১৩০ টাকা, ইউনিয়ন ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টে রয়েছে ৫,৬১২ টাকা, এসবিআই কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ৬৬৩ টাকা, বন্ধন ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ২ লাখ ৫০ হাজার ৯৬২ টাকা এবং ইউবিআই ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রয়েছে ৪,৫১৬ টাকা। ব্যবসায়ী সাহাবুলের কিন্তু ঋণের অঙ্কটাও নেহাত কম নয়। হলফনামায় উল্লেখ করা অনুযায়ী, তিনি স্থাবর অস্থাবর মিলে প্রায় ৫৮ কোটি টাকার মালিক হলেও, এ মহূর্তে বাজারে তাঁর ঋণ রয়েছে ৩.৪৯ কোটি এবং স্ত্রীর ঋণ ২.২৫ কোটি টাকা। সুতরাং ৫.৭ কোটি টাকার ঋণে বন্দি সস্ত্রীক সাহাবুল। তাঁর স্ত্রী শাহানারা বেগম চৌধুরীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। এআইইউডিএফ প্রার্থী দাখিলকৃত হলফনামায় জানিয়েছেন, অনেক কৃষি ও বাণিজ্যিক জমির মালিক তিনি। তাঁর নিজের রয়েছে তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি, স্ত্রী শাহানারার একটি এক্সক্যাভ্যাটর (জেসিবি) এবং তিনটি ট্রাক।

উল্লেখ্য, সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী ব্যবসায় চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করলে রাজনীতি জীবনে কিন্তু খুব একটা সফল হতে পারেনি। ২০০৭ সালে কংগ্রেসের ব্যানারে মাইজগ্রাম-সুতারকান্দি আসন থেকে জেলা পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হলে সেখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। এর পর ২০১৬ সালে এআইইউডিএফ, ২০২১ সালে অখিল গগৈয়ের 'রাইজর দল'-এর টিকিটে প্রার্থী হয়ে উত্তর করিমগঞ্জ আসনে বিধানসভা নির্বাচনে অবতীর্ণ হলেও বিজয়মুকুট তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। এবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ দলের টিকিটে ভোটের ময়দান কাঁপালেও ভাগ্য কতটুকু সহায় হবে তা জানা যাবে সময়েই। হিন্দুস্থান সমাচার / স্নিগ্ধা / সমীপ

মালদায় গনি খানের জাদু অব্যাহত কিনা জোর চর্চা রাজ্য রাজনীতিতে

মালদা, ৮ এপ্রিল (হি.স): মালদা জেলা একসময় পরিচয় ছিল প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা এবিএ গণি খান চৌধুরী দুর্গ হিসাবে। তিনি এই মুহূর্তে নেই। প্রায় ১৮ বছর আগে প্রয়াত হন। এক সময় তার নামেই মালদা জেলায় ভোট হতো। কিন্তু মৃত্যুর ১৮ বছর প্রায় দেড় যুগ পরেও মালদায় গনি খানের মিথ রয়েছে কিনা ভোটে কতটা সক্রিয় গনি মিথ তা নিয়ে এখন জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। বরকত গনি খান চৌধুরী আজ নেই তবে এখনো মালদার মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করেন গনি খানের ম্যাজিক বা তার নামে ভোট। এখনও হয় বলে মনে করেন বর্তমান কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। রাজ্য যুব কংগ্রেসের সম্পাদক কুনাল ক্রান্তি চৌধুরী জানান বরকত সাহেব শুধু মালদার কাজ করেনি গোটা পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে গেছেন যেটা কেউ কাজ করতে পারবে না। কলকাতার মেট্রো রেল চালুর বিষয়ে বরকত সাহেবের অবদান রয়েছে। আজকে বরকত সাহেবের পর তার ভাই ডালু বাবু সেই কাজ করছেন। মালদা রূপকার বরকত সাহেব। ভোট তার নামে মালদার মানুষ আজকে ও দিয়ে থাকে।। এবারের লোকসভা নির্বাচনে ও বরকত সাহেবেরি প্রভাব থাকবে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে দুটি কেন্দ্রেই আমাদের প্রার্থী উত্তর মালদা কেন্দ্রের ইসা খান চৌধুরী ও দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের মুস্তাক আলম বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবেন। যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাল্টা এ বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন। ইংরেজ বাজার শহরের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি জানান অবশ্যই মালদা জেলার এবিএ গনি খান চৌধুরীর নাম সব সময় থাকবে কারণ তিনি মালদার রূপকার অনেক উন্নয়নমূলক কাজ তিনি করেছেন এ কথা সত্য। লোকসভা নির্বাচনে তার নাম থাকবে এটাও সত্য। তবে বরকত সাহেবের পর মানুষ এখন ভরসা করেছে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর।বরকত সাহেবের পর কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন করতে পারে তাহলে সেটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময় বরকত সাহেবের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো সম্পর্ক ছিল। মালদার মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস এ বিয়ে গনি খান চৌধুরীর পর যদি কেউ উন্নয়ন করতে পারে সেটি হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্য মালদার মানুষ দুটি কেন্দ্রেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করবেন।। আজকে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুছে যাচ্ছে। ৩৪ বছর বামফ্রন্টের সাথে আজকে কংগ্রেস জোট করছে। উত্তর মালদা বিজেপি সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত জানান গনি খান চৌধুরী অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এটা সত্য তবে সেই সময় আর এই সময়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে এখন রাজ্য তথা ভারতবর্ষের উন্নয়ন যদি করেন তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি। বর্তমানে কংগ্রেসের এই প্রজন্ম গনি খানকে সম্মান করে না। গনিখান এর কর্মকাণ্ডকেও তারা সম্মান করে না। গনি খানের নাম করে যদি কংগ্রেস ভোট চায় সেটা কিন্তু হবে না। কংগ্রেস যে আশা করছে সেই আশার ঠিক নয়। আজকে তারা এই আশায় করে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অবস্থা কি সেটা দেখলেই বুঝা যাবে। কংগ্রেসের নীতি থেকে কংগ্রেস অনেকটাই সরে এসেছেন। কংগ্রেস কর্মীরা অনেকেই বিজেপিতে যোগদান করছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

ক্ষনিকের ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ এপ্রিল: শিলাবৃষ্টিতে সরসপুরের চাষীদের সবজি বাগান লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। রবিবারের শিলাবৃষ্টির কারণে উত্তর ত্রিপুরার সরসপুর গ্রামের প্রচুর সবজি ক্ষেত বিনষ্ট হয়েছে। এরই মধ্যে অধিকাংশ ফসলই হচ্ছে ঢেঁড়শ। বর্তমানে এই সবজিটির বাজারজাত করার উপযুক্ত সময়। এর মধ্যে উক্ত সবজি বাগানে ঝড় বৃষ্টির কুনজর লাগায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বিভিন্ন কৃষকেরা। এই বিষয়ে সরসপুর গ্রামের ছয় নং ওয়ার্ড ঠেকনি এলাকার বাসিন্দা সন্ধ্যা নাথ, তপন শর্মা এবং বড়গুল এক নং ওয়ার্ডে বাসিন্দা সঞ্জীব নমঃ ও সমির নমঃ জানান রবিবার বেলা আনুমানিক বারোটা নাগাদ দানবরুপী ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে তাদের সবজি বাগানের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত করেছে। শিলাবৃষ্টির কারণে তাদের সবজি ক্ষেত বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারা এখন চরম লোকসানে পড়েছেন। তারমধ্যে চলছে চৈত্র মাস। এ মাসে মহাজনদের বকেয়া লেনদেনও শেষ করতে হয়।সবজি উৎপাদনে প্রচুর টাকা ব্যয় হয়েছে। ফলে তারা ভেবে কোল পাচ্ছেন না। কেননা এই কৃষি ফলনের উপর নির্ভর করে তাদের সংসারও প্রতিপালিত হয়। এতে বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা চোখে শর্ষের ফুল দেখছেন।কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের দুর্দিনে কেহ পাশে দাঁড়ান নি বলে তারা আক্ষেপ করেন।তাদের কথায় সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে তাদের পক্ষে ফের ঘুরে দাঁড়ানো মুশকিল।তাই ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সরকারি সহায়তা পাইয়ে কৃষকরা প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

জলের জন্য পথ অবরোধ

উত্তর ২৪ পরগনা, ৮ এপ্রিল (হি.স) : জলের দাবিতে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জের ভান্ডারখালি রোড অবরোধ করলো গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা।হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের রূপমারী পঞ্চায়েতের বাইনারা গ্রামের ঘটনা।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এলাকার কয়েকশো পরিবার বাস করে কিন্তু এলাকায় কোথাও জলের পাইপলাইন নেই আবার কোথাও জলের পাইপলাইন থাকলেও তাতে জল আসে না। এই দাবদাহের মধ্যে জল কষ্টে। গ্রামবাসীরা বলেন, """ আমাদের গ্রামে নেই কোন টিউবওয়েল। একটা টিউবয়েল আছে কিন্তু সেটাও খারাপ, যে কারণে গ্রামের মানুষকে জল আনতে যেতে হয় পাশের গ্রামে। আর সে কারণে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছে গ্রামের কয়েকশো পরিবার। বিকেলের পর এলাকায় অন্ধকার নেমে আসলে আর জল আনা সম্ভব হয় না, বা বর্ষার সময় জল আনতে যথেষ্ট সমস্যায় পড়ে এলাকার মানুষ।অবশেষে এদিন গ্রামের পুরুষ মহিলারা একজোট হয়ে রাস্তা অবরোধ করলো পানীয় জলের দাবিতে। হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

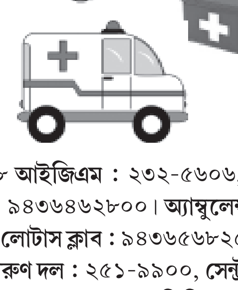

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহারাষ্ট্রের জনগণকে রাজ্যের প্রতিটি আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে এনডিএ প্রার্থীদের বিজয়ী করার আহ্বান মোদীর

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং মহারাষ্ট্রের জনগণকে রাজ্যের প্রতিটি আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে এনডিএ প্রার্থীদের বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রামদাস আঠাওয়ালে, গড়চিরৌলি লোকসভা আসনের প্রার্থী শ্রী অশোক নেতে এবং চন্দ্রপুর লোকসভা আসনের প্রার্থী শ্রী সুধীর মুনগান্টিওয়ার এবং অন্যান্য কার্যকর্তার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি উপস্থিত জনগণকে হিন্দু নববর্ষ এবং গুড়ি পরব উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, জনগণের সামনে বিজেপি সরকারের ১০ বছরের উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তিগুলি তুলে ধরে আসন্ন নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিজয়ী করার আবেদন করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, দেশের রাজনৈতিক পারদও বাড়ছে, পাশাপাশি গরমের তাপমাত্রাও বাড়ছে, কিন্তু জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় কোনও ঘাটতি নেই। চন্দ্রপুর সহ গোটা দেশ আবারও মোদী সরকারকে দেশের ক্ষমতায় আনার জন্য মনস্থির করেছে। তিনি বলেন, রাম মন্দির ও নতুন সংসদ ভবন গঠনের কাজে চন্দ্রপুরের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন আসলে স্থিতিশীলতা বনাম অস্থিরতার লড়াই। একদিকে, বিজেপির এনডিএ সরকার জাতীয় স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু অন্যদিকে কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের মূল মন্ত্রই হল "যেখানেই ক্ষমতা পাবে, সেখানেই কমিশন খাবে"। ইন্ডি জোটের দলগুলো সবসময় দেশকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলেছে। একটি স্থিতিশীল সরকারের গুরুত্ব মহারাষ্ট্রের চেয়ে কেউ ভালো বুঝবে না। যতদিন ইন্ডি জোটের দলগুলি কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল, ততদিন মহারাষ্ট্র অবহেলিত ছিল। এই ইন্ডি জোটের অন্তর্গত দলগুলোর সরকার কমিশন ছাড়া মহারাষ্ট্রের কোনো প্রকল্প অনুমোদন করেনি। বিরোধী দলগুলি নতুন বিমানবন্দর, শোধনাগার, মুম্বই মেট্রোর কাজ সহ বহু উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বাবদ কেন্দ্র থেকে অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রদের ঘর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য একটাই, কমিশন পাওয়া, নয়তো কাজ বন্ধ করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, বিজেপি সরকার মহারাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য এই সমস্ত প্রকল্প আবার শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস এবং শ্রী অজিত পাওয়ার সহ মহারাষ্ট্র সরকারের সবাই এই নিয়ে দিনরাত কাজ করছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সঠিক হলে ফলাফলও ভাল আসে। আজ দেশের দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী, উপজাতি ও দরিদ্ররা মোদী সরকারকে তাদের নিজেদের সরকার বলে মনে করে। তিনি বলেন, মোদী কোনও ধনী পরিবারে জন্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হননি, মোদীর জন্ম দরিদ্র পরিবারে এবং আপনারাই তাকে এই প্রধানমন্ত্রী পদে পৌঁছে দিয়েছেন। আগে দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী, উপজাতি ও দরিদ্রদের পাকা ঘর ছিল না, তাদের জল, বিদ্যুৎ সংযোগ ও পাকা রাস্তা ছিল না। মোদীর গ্যারান্টি ছিল যে, বিজেপি সরকার দলিত, উপজাতি এবং অনগ্রসর পরিবারের জীবন পরিবর্তন করতে কাজ করবে। আজ দেশের ৪ কোটি গরিব মানুষ যারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে বাড়ি পেয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী, উপজাতি সম্প্রদায়ের। যে ১০ কোটি পরিবার বিনামূল্যে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন এবং পাকা শৌচালয় করে দেওয়া হয়েছে, ৮০ কোটি মানুষ যারা বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই দলিত, উপজাতি এবং অনগ্রসর পরিবারের। ৫০ কোটিরও বেশি দরিদ্র মানুষ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যবীমা পাচ্ছেন এবং কিষাণ সম্মান নিধির টাকা ১১ কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে সরাসরি পৌঁছচ্ছে। আজ দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ মাথা উঁচু করে জীবনযাপন করছে। এটা মোদীর কারণে নয়, দেশের মানুষের একটি ভোটের কারণে সম্ভব হয়েছে। জনগণ মোদীকে আশীর্বাদ করেছে, তাই দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের মানুষ সমান ভাগিদার। রাজনৈতিক দলগুলোর কাজই হলো জনগণের সমস্যা সমাধান, কিন্তু কংগ্রেস নিজেই সমস্যার জন্মদাতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, ধর্মের নামে দেশকে বিভক্ত করা এবং কাশ্মীর সমস্যা তৈরি করার পেছনে কংগ্রেসেরই সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল। ভারতের সমসাময়িক সময়ে স্বাধীনতা পাওয়া অন্যান্য দেশ এগিয়ে গেল, অথচ আমাদের দেশ পিছিয়েই রইলো। আমাদের দেশ কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাস হামলার শিকার হয়েছে। আগে প্রায় প্রতিদিনই বোমা বিস্ফোরণ হতো। কংগ্রেস তোষণের রাজনীতির জন্য সন্ত্রাসীদের সুরক্ষা দিয়ে এসেছে। দেশে নকশাল সমস্যা গুরুতর হয়েছিল, এই সমস্যার মূলেও কংগ্রেসের ভূমিকা আছে। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও কংগ্রেস আমলে ৫০০ বছরের পুরনো রাম মন্দির পুরনো বিতর্ক বজায় ছিল এবং কংগ্রেস অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণেও বাধা সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেস আদালতে ভগবান শ্রীরামের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল। রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানও বয়কট করেছিল কংগ্রেস। কয়েক দশক কংগ্রেস দেশ শাসন করলেও বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে ভারতরত্ন দেয়নি। কংগ্রেস অনগ্রসর শ্রেণীর কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা না দিয়ে অনগ্রসর শ্রেণীর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মোদী বলেছেন, সমগ্র দেশবাসী এনডিএ-কে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে আশীর্বাদ করেছে এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বড় সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান করেছে। এখন শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, গোটা দেশেই নকশালবাদ দুর্বল হয়ে পড়েছে। গড়চিরৌলি, যা নকশাল হিংসার জন্য পরিচিত ছিল, এখন উন্নয়ন এবং ইস্পাত কোম্পানির জন্য আলোচিত হচ্ছে। গড়চিরৌলি এখন ইস্পাত শহরে পরিণত হতে চলেছে। একটি মারাঠি প্রবাদ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, করলাকে ঘিতে ভাজুন বা চিনিতে গলিয়ে ফেলুন না কেন, এটি যেমন তিক্ত তেমনই তিক্ত থাকবে। এই কথাটি কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিজস্ব ত্রুটির জন্য এখন কংগ্রেস পার্টি দেশের অভ্যন্তরে জনসমর্থন হারিয়েছে। তাই এখন কংগ্রেস প্রকাশ্যেই ডিভাইড এন্ড রুল খেলা শুরু করেছে। কংগ্রেসের ইস্তেহারকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস নিজস্ব ইস্তেহারে মুসলিম লীগের ভাষাও লিখেছে। কংগ্রেস সাংসদরা ভারত ভাগের কথা বলছেন। ইন্ডি জোটের লোকেরা দক্ষিণ ভারতকে আলাদা করার হুমকি দিচ্ছে, ডিএমকে পার্টি ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া বলে সনাতনকে নির্মূল করার কথা বলে, কিন্তু কংগ্রেস এবং নকল শিবসেনার লোকজন তাদের দিয়ে সমাবেশ করায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সম্প্রতি কংগ্রেস অধ্যক্ষ কাশ্মীরকে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এটা কংগ্রেসের বিভেদমূলক চিন্তাভাবনা। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন কাশ্মীর সন্ত্রাসের আগুনে পুড়ছিল এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাড়িঘর পোড়ানো হচ্ছিল, তখন প্রয়াত বালা সাহেব ঠাকরে প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন। তখন তিনি মনে করেননি মহারাষ্ট্রের সঙ্গে কাশ্মীরের কোনও সম্পর্ক নেই। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডের সরকার পূর্ণ শক্তিতে বালা সাহেবের ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত জনগণকে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে ব্যাপকভাবে ভোট দেওয়ার এবং টানা তৃতীয়বারের মতো বিজেপি সরকার গঠনে অবদান রাখার জন্য আহ্বান করেছেন।

প্রদ্যোতের কটাক্ষ

● প্রথম পাতার পর

সমর্থন আমার সঙ্গে রয়েছে সেটা পয়সার মাধ্যমে আসেনি। সেটা আমার কাজের মাধ্যমে এসেছে বলে দাবি করেন প্রদ্যোত।

করলেন রাজীব

● প্রথম পাতার পর

বার বিজেপি সরকার গঠনে করতে ইনচার্জদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এদিন তিনি কংগ্রেস এবং সিপিআইএম জোটকে 'অনৈতিক' বলেন। রাজ্যের জনগণ এই অশুভ জোটকে সমর্থন করবেন না। তিনি আরও যোগ করেছেন, , ভারতীয় জনতা পার্টিকে টানা তৃতীয় মেয়াদে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যাপক রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

নির্যাতন করত। তারাই এলাকাতে প্রচার করেছিল এই গৃহবধূ মানসিকভাবে অসুস্থ। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গৃহবধূ আগেও কয়েকবার বাড়ি থাকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল বলে খবর। মৃতদেহ উদ্ধারের পর কপালের ফোটা এবং নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছে। খবর পেয়ে বোধজংনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

টাকার গাঁজা

● প্রথম পাতার পর

খবরের ভিত্তিতে বহীরাজ্যে গাঁজা পাচারের খবর ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা ওতপেতে বসেছিল। তখনই নাগাল্যান্ডের একটি ট্রাক নাকা পয়েন্টে আসলে সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। আটককৃত গাড়িটির নাম্বার এন এল ০১ এজি৭৪৯৪। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে চৌদ্দটি ড্রামে বিপুল পরিমাণ প্যাকেট গাজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার প্রাথমিক বাজার মূল্য আনুমানিক এক কোটির উপরে হবে বলে দাবি পুলিশের। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

AFFIDAVIT

I Smt. Pinki Biswas (Banik). W/o Sri. Pranab Banik of vill Ramthakur Para P.O. & P.S. Belonia District, South Tripura. age about 30 years by caste Hindu by nationality Indian by profession house wife do here by solemnly affirm as follow.

1) That I am a bonafide citizen of India living Permanently on the above mentioned address.

2) That my actual name is Smt. Pinki Biswas (Banik). as per my husband's title, but before marriage I always use my name as Smt. Pinki Biswas, as per my father's title.

3) That our family one International Passport, Vide No. S3279145, where in my son's mother's name has been recorded as Smt. Pinki Banik in place of Smt. Pinki Biswas (Banik).

So I swear in affidavit today to ractify of my/our said International Poss port my name Smt. Pinki Banik to Smt. Pinki Biswas (Banik). and I declare that I Smt. Pinki Biswas (Banik) and Smt. Pinki Banik is the same person.

VERIFICATION

That the statement stated above mentioned in para wise are true to the best of my knowlege and I put my signature on this the 30-3-2024.

Known to me and Identified by me.

Deponent
Pinki Biswas (Banik)

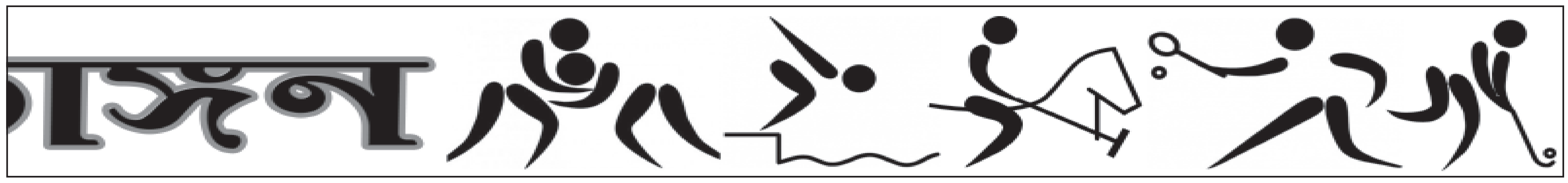

ত্রিপুরার জুডো কার হাতে? দিল্লিতে বিচার সভা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জুডো সংগঠন কার হাতে থাকবে, তার চূড়ান্তকরণ হবে আগামীকাল। ত্রিপুরার কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। আগামীকাল, ৯ এপ্রিল, দিল্লিতে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের অফিসে এক বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। উক্ত মিটিংয়ে অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে রতন সাহা এবং ওনার সঙ্গে এসোসিয়েশন প্রতিনিধি কে ডেকেছেন।

পাশাপাশি রূপক দেব রায় এবং ওনার জুডো অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধি কেও ডেকেছেন উপস্থিত থাকার জন্য। এক মেইল বার্তায় বলা হয়েছে, উক্ত মিটিংয়ে যে গ্রুপ উপস্থিত থাকতে পারবেনা তাদের কে বাতিল করা হবে। যদি দুই গ্রুপ-ই উপস্থিত থাকে তাহলে প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টস তথা নির্ভরযোগ্য কাগজপত্র যাঁদের কাছে থাকবে, তাঁদের কে আইন অনুযায়ী অনুমোদন দেওয়া হবে। এদিকে, সংবাদ সূত্রে খবর রয়েছে রতন সাহা এবং তার প্রতিনিধি এক্ষেত্রে অনেকটা আশাবাদী, অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে। কেননা আমন্ত্রিত অপর

সংস্থার কর্মকর্তারা আইনি সমস্যায়ও কিছুটা ভুগছেন বলে, আদৌ সেখানে উপস্থিত থাকবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

টি-২০ ক্রিকেটে হার্ভেকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে ইউনাইটেড বিএসটি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে পারেনি হার্ভে। হলো না জয়ের মুখ দেখা হার্ভের। এবার ইউবিএসটির কাছে মুখ থুবড়ে পড়লো হার্ভে দল। সোমবার পিটিএ মাঠে হার্ভে শিবির মুখোমুখি হয় ইউবিএসটির। ম্যাচে ইউবিএসটি দল ৪ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো হার্ভেকে। টস জিতে বিএসটি দল প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে ওপিসি দল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৯০ রান। ব্যাটে দলের পক্ষে অর্ক জিত রায় ১৯, বিশাল দেববর্মা নট আউট ১৭,, সৌরভ সাহানি ৯, রাজদীপ দত্ত ৮, আরমান হোসেন ৮ রান করে।

অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৫ রানের। বলে ইউবিএসটির হয়ে নীতিশ কুমার সাহানি ৩টি এবং শতদীপ সাহা ২ টি উইকেট নেয়।একটি করে উইকেটে ভাগ বসায় ওঙ্কার তারমালে, মতি ত্রিপুরা ও মনোজিত দাসরা। পাল্টা খেলতে নেমে ইউবিএসটি দল ১৯.৪ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। বিজয়ী দলের হয়ে এস এ সাহানি সর্বাধিক ৪৬ রান করে। এছাড়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সুকান্ত রিয়াংয়ের ২৬। এতেই কুপোকাৎ হয়ে যায় হার্ভে দল। বলে হার্ভের পক্ষে জয়দীপ দেব দুটি এবং একটি করে উইকেট দখল করে সৌরভ সাহানি, সাহিল সুলতান, অর্কজিৎ রায়রা। বিজয়ী দলের নীতিশ কুমার সাহানি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে কসমোপলিটনকে হারিয়ে চলমানের হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। সিনিয়রদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এবার চলমানকে হারালো কসমোপলিটন ক্লাব। ব্যাট বল সব বিভাগেই দাপট দেখিয়ে কসমোকে ৪০ রানে পরাজিত করে চলমান। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি সীমিত ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুচি অনুযায়ী মঙ্গলবার আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় চলমান সংঘ ও কসমোপলিটন ক্লাব। দুইদলের এই ম্যাচের লড়াই শুরু হবার আগে চলমান টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইনিংসে দল নির্ধারিত ওভারে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১১৯ রান। দলের প্রথম সারির তিন ব্যাটসম্যান বেট হাতে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও মিডেল অর্ডারে বিকাশ সিং ও রিকির হাত ধরিয়ে এদিন কসমোপলিটন কে কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মত রান তুলতে সক্ষম হয় চলমান। এর মধ্যে বিকাশ ৪১ রানের সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে। কসমোপলিটনের বোলারদের মধ্যে সৌরভ কর ২৫ রান দিয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেয়। জবাবে জয়ের জন্য ১২০ রানের টার্গেট নিয়ে কসমোপলিটন ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭৯ রান তুলতে সক্ষম হয়। কসমোপলিটনের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এদিন সম্রাট সিনহা (১৮) ও দনবীর সিং (২০) ছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষেই এক অঙ্কের রানের গণ্ডি টপকানো সম্ভব হয়নি। ইনিংসে জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ তিনটি করে উইকেট নেয় দ্বীপায়ন দাস ও অঙ্কিত বিশ্বকর্মা। এছাড়া দুটি উইকেট পেল রিকি।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয়ে ফিরেছে জিরানিয়া, বিশালগড়ও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে জিরানিয়া। বিশালগড়েরও লীগ অভিযান শুরু জয় দিয়ে। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে, গ্রুপ বি-এর দুটি খেলায় জিরানিয়া ও বিশালগড় জয়ী হয়েছে। রানির বাজার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জিরানিয়া চার উইকেট এর ব্যবধানে সোনামুড়া কে পরাজিত করেছে। টস জিতে সোনামুড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৫.৪ ওভারে ১২৪ রানে ইনিংসে শেষ করলে, জবাবে জিরানিয়া ৩৬.৩ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। সোনামুড়ার আরফান উদ্দিন সর্বাধিক ৪৩ রান পেলেও জিরানিয়ার অভয় দাস (২৯) ও রাজদীপ সাহার (২৭) ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। বোলিং এ অভয় দাস ২৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। জাবিদল হক তিনটি এবং অনীক দাস দুটি উইকেট পেয়েছিল।

এদিকে, বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া গ্রাউন্ডে গ্রুপের অপর খেলায় বিশালগড় ৭ উইকেটে মোহনপুরকে পরাজিত করেছে। টস জিতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৩.৩ ওভারে ১০১ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। জবাবে বিশালগড় ২৩.১ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিশালগড়ের সৌরভ সূত্রধর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। তবে মোহনপুরের অন্তরীপ সাহার ৫০ রান এবং বিশালগড়ের মানিক আহমেদ ও লিটন দাস তিনটি করে উইকেট দখল উল্লেখযোগ্য।

টানা দ্বিতীয় জয় উদয়পুরের শান্তির বাজারের অমরপুর জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা দ্বিতীয় জয় উদয়পুরের। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে ডি গ্রুপের অপর খেলায় শান্তিরবাজার ছয় উইকেটের ব্যবধানে জয়ে ফিরেছে অমরপুর কে হারিয়ে।

বাইখোরা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস দিতে বিলোনিয়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪০.২ ওভারে ১১৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে উদয়পুর ৩০.১ ওভার খেলে একটি মাত্র উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের পক্ষে সোমদেব শীল বলে-ব্যাটে দুর্দান্ত খেলে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। এছাড়া, শ্রীমন দেবনাথ এর ৪৯ রান সানি সাহার ৪০ রান এবং সুপ্রতিম দেবনাথ এর তিনটি উইকেট এবং , দাস ২টি পেয়েছে। উদয়পুরের কেবিআই গ্রাউন্ডে গ্রুপের অপর খেলায় টস জিতে অমরপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪১.১ ওভারে ১০৭ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। জবাবে শান্তিরবাজার ২৩.৪ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের আমন দেবনাথ ১৬ রানে ৫ উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। অমরপুরের রাজদীপ সাহা ৪০ রান সংগ্রহ করে কিছুটা নজর কেড়েছে।

টানা চার ম্যাচে জয় অব্যাহত রেখে কো: ফাইনাল নিশ্চিত ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা চার ম্যাচে জয়। যার অর্থ হলো মূল পর্বের খেলা অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে নকআউটের জন্য নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করে নিয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস সোমবারে ৫৭ রানে শতদল সংঘ কে পরাজিত করেছে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ১৬৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে শতদল সংঘ ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের তেজস্বী জয়সওয়াল ৪৯ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভারি মেরে ৭০ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে ধাবিত করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব. উপায়। শতদলের দেবপ্রসাদ সিংহের ৫৪ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের প্রিন্স রানা এবং শতদলের বাচ্চু মিয়া তিনটি করে উইকেট পেয়েছে।

নিখোঁজ সংবাদ

Ref :- Bishramganj PS G.D. Entry No-28 Dated : 03/04/24

উপরিউক্ত ছবিটি শ্রীমতি প্রতিমা দেববর্মা, বয়স - ২৬ বছর, স্বামী- শ্রী সন্দিরাম দেববর্মা, সাং- রানগর, থানা - বিশ্রামগঞ্জ, সিপাহিজলা ত্রিপুরা, উচ্চতা- ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রং - ফর্সা চোখওচুল - কালো, মুখমন্ডল- গোলাকার এবং পড়নে সবুজ টি শার্ট এবং বাদামি রং এর পাসরা, উক্ত ব্যক্তিটি গত ৩১-০৩-২০২৪ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।

উপরিউক্ত নিখোঁজ মহিলাটি সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্মলিখিত ঠিকানায় বা দুরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগ ঠিকানা -
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা
দুরভাষ নম্বর ঃ
৬০০৯৪২০৬০৪ (এসপি ডি আইবি সিপাহীজলা)
৭০০৫১৯৫১৮৯ (ওসি বিশ্রামগঞ্জ থানাঃ

পুলিশ সুপার
সিপাহীজলা, ত্রিপুরা, বিশ্রামগঞ্জ

ICA-D-22/24

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে অভিযান শুরু তেলিয়ামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ পরিচালিত সদর অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ভিত্তিক ক্রিকেটে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করলো তেলিয়ামুড়া দল। তেলিয়ামুড়ায় ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে সোমবার তেলিয়ামুড়া দল ৫ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো খোয়াই কে। টস জিতে তেলিয়ামুড়া দল প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ২০৭ রান, সীমিত ৪৫ ওভারে নয় উইকেট এর বিনিময়ে। ব্যাটে হৃদয় জিৎ সাহার ৮০ রান এবং স্বরূপ মজুমদারের ২৮ ও পৃথ্বীরাজ গ্রুপের ২৪ রান উল্লেখযোগ্য। খোয়াইয়ের প্রলয় দেবনাথ, শুভদীপ পাল, শুভজিৎ রুদ্রপাল এবং শুভজিৎ পাল প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জিং খেলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেও নয় উইকেট হারিয়ে ২০২ রান সংগ্রহ করতেই ৪৫ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে শুভজিৎ পাল ৮৭ এবং অধিনায়ক পাপন আচার্য ৫১ রানের পর অনীকেত মোদক ২৮ রান পেলেও অন্যরা আরও একটু রান সংগ্রহ করতে পারলেই শেষ রক্ষা হয়ে যেত। তেলিয়ামুড়া ওংকার মল্লিক ১৫ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে খোয়াইকে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া পৃথ্বীরাজ পেয়েছে দুটি উইকেট।সমর রুদ্রপাল ২৭, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ২১, রাজবীর সিং ২৮ রান করে। অতিরিক্ত থেকে আসে ১১ রান। বলে সদর বি দলের পক্ষে শুভ দাস ৪টি, সন্দীপন দাস ২টি এবং একটি করে উইকেট নেয় তুহীন দেবনাথ, দীপ জয় গুরু বিশ্বাস, দিগ্বিজয় দেববর্মারা। পাল্টা খেলতে নেমে সদর বি দল ১৮.৩ ওভারে মাত্র দুই উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে আরিয়ান কুমার সিং ৪৩ রানে নট আউট থাকে। এছাড়া সৌম্যজিত সরকার ২৭, ময়ুখ চৌধুরী ১৩ রান করে। সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো সদর বি দল। ১৮ রানে চারটি উইকেট দখলের সৌজন্যে সদর বি-র শুভ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আজও ৭ জেলায় ৭ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল দ্বিতীয় দিন। অনেকটা শনিবার প্রথম দিনের মতোই আগামীকালও ৭ জেলার সাত মাঠে সাতটি ম্যাচ অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের। রাজ্যজুড়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এই আয়োজন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের। এক কথায়, আগামীকালও সাত জেলার সাত মাঠে সাতটি ম্যাচে ১৪টি দল মাঠে নামছে প্রথম দিনের মতোই। তেলিয়ামুড়ায় খোয়াই দল খেলবে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে। রানিরবাজার ক্রিকেট মাঠে সোনামুড়া ও সদর-এ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বিশালগড়ে মোহনপুর খেলবে বিশালগড়ের বিরুদ্ধে। ধর্মনগরে গন্ডাছড়া ও কমলপুর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। কৈলাশহরে লং তরাই ভ্যালি ও কৈলাশহরের খেলা। উদয়পুরে অমরপুর খেলবে শান্তির বাজারের বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজারে উদয়পুর ও বিলোনিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত গ্রুপ লীগের খেলা চলবে। চার গ্রুপের সেরা চার দল সেমিফাইনালে পৌছুবে। ইতোমধ্যে প্রথম দিনের খেলায় সদর বি, সদর এ, মোহনপুর, লংতরাইভ্যালি, কৈলাশহর, উদয়পুর এবং বিলোনিয়া নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ী হয়ে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে।

এক রানে ব্লাড মাউথের রুদ্ধশ্বাস জয় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিজয় রথ থামলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রুদ্ধস্বাস জয় হাসিল করলো ব্লাড মাউথ ক্লাব। টি ২০ ক্রিকেটে মাত্র ১ রানের ব্যবধানে ব্লাড শিবির হারিয়ে দিলো জেসিসিকে। সোমবার পিটিএ মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। টসে জয়লাভ করে ব্লাডমাউথ শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদি ও সুযোগটাকে খুব একটা কাজে লাগাতে পারেনি দলীয় ব্যাটসম্যানরা। এরপর ও নির্ধারিত ২০ ওভার খেলে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ব্লাডমাউথ দলের স্কোর দাঁড়ায় ১২২ রানে। ব্যাটে দলের পক্ষে সৌরভ দাস সর্বাধিক ৪৩ রান করেন।এছাড়া বিক্রম কুমার দাস ২০, আকাশ ১০, দেবরাজ দে ১১ রান সহ অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৩ রানের। বলে জেসিসির পক্ষে পারভেজ সুলতান ৩টি, শুভম ঘোষ ২টি এবং একটি করে উইকেট নেয় ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, অনিকেত শর্মারা। জয়ের জন্য জেসিসির সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২৩ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে প্রায় হাসিল ও করে নিয়েছিল দল।তবে ভাগ্য মন্দ জেসিসির। ২০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১২১ রানই করতে সক্ষম হয় দল। ব্যাটে দলের হয়ে হিমাংশু সিং ২৮, রিমন সাহা ১৯,অভিনব ১০, বিপিন শর্মা ১০ এবং পারভেজ সুলতান ৩০ রানে নট আউট থাকলে ও তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি। ব্লাডমাউথ দলের পক্ষে আকাশ ৩ টি এবং দুটি করে উইকেট দখল করে সৌরভ দাস, সানি সিংরা। একটি উইকেট দখল করে জয়দীপ ভট্টাচার্য। সুবাদে রোমাঞ্চকর জয় হাসিল করে নিলো ব্লাডমাউথ ক্লাব।

রাজ্য ক্রিকেটে জয়ে জয়ে লংতরাইভ্যালি গন্ডাছড়াকে হারিয়ে কমলপুরের ১ম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লংতরাইভ্যালির জয়ের ধারা অব্যাহত। সি গ্রুপের অপর খেলায় কমলপুর জয়ে ফিরেছে। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে কৈলাসহরের আর কেআই গ্রাউন্ডে ২৫ রানের ব্যবধানে কৈলাসশহরকে পরাজিত করেছে। টস জিতে লংতরাই ভ্যালি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৮.১ ওভারে ৭৮ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে কৈলাশহরের ইনিংস থেমে যায় ৫৩ রানে। বিজয়ী দলের দীপাঞ্জন পাল ব্যাটে বলে দারুন খেলে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। কৈলাশহরের শুভজ্যোতি সিনহা সর্বাধিক ২৩ রান এবং মহাসিন হোসেন ৭ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। কিন্তু তাদের এই সাফল্য শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অপর খেলায় কমলপুর ৫৮ রানের ব্যবধানে গন্ডাছড়াকে পরাজিত করে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। টস বিপক্ষে থাকলেও প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কমলপুর নির্ধারিত ৪৫ ওভারে ১৫০ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে গন্ডাছড়ার ইনিংস শেষ করে নেয় ৯২ রানে। বিজয়ী দলের শুভম দাস ব্যাটে বলে দারুন খেলে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। এছাড়া, কমলপুরের ভূপেন্দ্র কুর্মীর ৪২ রান এবং প্রান্তিক শীলের তিনটি উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো। গন্ডাছড়ার রজত দাস পেয়েছিল তিনটি উইকেট।

টি-২০ ক্লাব ক্রিকেটে ওপিসিকে হারিয়ে সংহতিও কো: ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্য ক্রিকেটে চলছে এখন সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আরো একটি ম্যাচে জয় পেল সংহতি ক্লাব। এবার তারা হারালো ওপিসিকে। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী সোমবার নরসিংগড় টিআইটি মাঠে দুইদলের ম্যাচে ওপিসিকে ২ উইকেটে পরাজিত করে সংহতি। উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে ওপিসি টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইনিংসে দল নির্ধারিত ২০ ওভারে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে ৮৯ রান।

দলের ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান নবারুণ চক্রবর্তী (১৮) ও ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের(২৪) হাত ধরেই এই রান তুলে ওপিসি। সংহতির বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে ইনিংসের তিনটি করে উইকেট পেল চিরঞ্জিত পাল ও অমিত আলী। জবাবে জয়ের জন্য ৯০ রানের টার্গেট নিয়ে সংহতি ব্যাট করতে নেমে পাঁচ বল বাকি থাকতে আট জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় প্রয়োজনীয় রান। ওপেনিং ব্যাটসম্যান করন শাহ (১৯) ও মিডেল অর্ডারে রানা দত্তের (২২) হাত ধরেই এদিন শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নিয়ে মাঠ ছাড়তে সক্ষম হয় সংহতি। পরাজিত ওপিসির বোলারদের মধ্যে মনিশ মুরিয়া তিনটি ও ঋতায়ন দে দুটি করে উইকেট নেয়।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ক্রিকেটে পোলস্টারের বাধা টপকে স্ফুলিঙ্গও কোয়াটার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পোলস্টারের বাধাও টপকালো। একটি ম্যাচ বাকি থাকতেই স্ফুলিঙ্গ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। সোমবারে সকালে টিআইটি গ্রাউন্ডে স্ফুলিঙ্গ টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভার ১১৮ রানে ইনিংস শেষ করলে, পোলস্টার জয়ের লক্ষ্যে প্রয়াস নিলেও ৮ উইকেট হারিয়ে ১০১ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়িওভার ফুরিয়ে যায়। স্ফুলিঙ্গের সাগর শর্মা অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এর দৌলতে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

খুমুলুঙে জনসভায়

তিন দল মিলে ত্রিশূল প্রতিষ্ঠা করেছে, এরই ভিত্তিতে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠিত হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল: ত্রিপুরায় এখন বিজেপি, তিপ্রা মথা এবং আইপিএফটি মিলে ত্রিশূল প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এরই ভিত্তিতে আগামী দিনে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার খুমলুং - এ নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা।

তিনি আরো বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিপুল সংখ্যায় জনগণ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। তিনি পূর্ব ত্রিপুরা আসনে কৃতি সিং দেববর্মনের মনোনয়নপত্র দাখিলের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেন, এদিন প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার মানুষের সমর্থন নিয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করা হয়েছে। এর থেকেই স্পষ্ট মানুষ উন্নয়নের জন্য বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে।

তিনি এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরো বলেন, আগে দেশকে ভালবাসতে হবে, তারপর পার্টিকে ভালবাসতে হবে, আর তারপরে নিজেকে। এই মন্ত্র নিয়েই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হবে। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার গ্যারান্টি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাই এই দিশাতেই দেশ এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের লক্ষ্যে তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসন সহ গোটা দেশে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে এদিন দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এনডিএ সরকারের ওপর সাধারণ জনগণ আস্থা রেখেছেন। নির্বাচনী সভাগুলিতে এর প্রমাণ মিলছে। তাই বিজেপির উপর আস্থা রেখে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে রাজের দুটি আসন থেকেই বিজেপিকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এদিন।

উল্লেখ্য খুমলুং - এ তিন দলের যৌথ উদ্যোগে এদিনের নির্বাচনী জনসভায় বিপুল সংখ্যায় জনজাতিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এদিনের এই নির্বাচনী জনসভার মঞ্চে তিন দলেরই নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে খয়েরপুর ৩৯নং বুথের পৃষ্ঠা প্রমুখের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।খয়েরপুর এলাকায় ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন,খয়েরপুর ৩৯নং বুথের পৃষ্ঠা প্রমুখ অমিত রুদ্র পাল(২৭) আজ সকালে স্নান করার জন্য মোটরে সুইচ দিতে গিয়েছিল। সেই সময় আচমকা বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে আসে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে সানীয় মানুষ জড়ো হয়েছে।সাথে সাথে তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসক অমৃতকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে জিবি হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

পাচারকালে অবৈধ গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ এপ্রিল: বেআইনিভাবে গাড়ি বোঝাই করে গরু পাচারের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ঈদ উপলক্ষে পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে এইসব গরু পাচার হচ্ছে বলে জানা গেছে। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর থানার পুলিশ কৈলাসহর ছনতৈল এলাকা থেকে গরু বোঝাই গাড়ি আটক করেছে।

জানা যায়, কৈলাসহর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে ফটিকরায়ের দিক থেকে একটি গাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে গরু নিয়ে কৈলাসহরের দিকে প্রবেশ করছে। কৈলাসহর থানার এস আই দেবব্রত শীল অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কৈলাসহর ছনতৈল এলাকায় গিয়ে উৎপেতে বসে থাকেন। গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হন কৈলাসহর থানার এস আই দেবব্রত শীল।

পুলিশ দেখে গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকেও আটক করে। গরু বোঝাই গাড়ি সমেত গাড়ির চালককে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। সেই গাড়ির চালকের নাম হারুন আলী। পিতার নাম ইউনুস আলী। বাড়ি ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে রাধানগর ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায়। কৈলাসহর থানার পুলিশ হারুন আলীর বিরুদ্ধে একটি মামলা গ্রহণ করে।

হারুন আলি গাড়ি কিংবা তার কোন বৈধ কাগজ পুলিশকে দেখাতে পারেনি। হারুন আলিকে কৈলাসহর থানার পুলিশ তিন দিনের রিমান্ড চেয়ে কৈলাসহর দায়রা আদালতে প্রেরণ করে। তবে সেই গরুগুলি অবৈধভাবে পাচার করার উদ্দেশ্যে , নাকি চুরি করে সেই গরুগুলি এনেছিল তা এখনও জানা যায়নি।

পাশাপাশি ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা এই বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। সেই পাঁচটি গরুর মধ্যে একটি বাছুর রয়েছে বলেও কৈলাসহর থানা সূত্রে জানা যায়। এই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার এসআই উজ্জ্বল চৌধুরী। উল্লেখ্য প্রায় সময়ই গাড়ি বোঝাই করে বেআইনিভাবে গরু নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিপ্লবের সমর্থনে রাজীবের জনসম্পর্ক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব'র সমর্থনে আজ বনমালীপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি জনসম্পর্ক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ভোট প্রচারে বের হয়ে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেখে নিশ্চিত কেন্দ্রে পুনরায় নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্ষমতায় আসছে।

নাকা চেকিংয়ে অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়ি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ এপ্রিল: কুকিতলে লরি বোঝাই বিপুল পরিমান চেরাই সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ত্রিপুরা থেকে করিমগঞ্জে পাচারের পথে বাজারিছড়ার কুকিতল এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশের হাতে ধরা পড়ল মিনি লরি বোঝাই বিপুল পরিমান চেরাই সেগুন কাঠ। কুকিতল ও কাঁঠালতলি পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় এই সাফল্য আসে। জানা গেছে, রবিবার রাতে এম জেড ০৮-০৮১৫ নম্বরের একটি ডিআই মিনি ট্রাক ত্রিপুরা থেকে বিকল্প সড়কে করিমগঞ্জ অভিমুখে যাবার পথে গাড়িটি কুকিতল এলাকায় পৌছালে নাকা চেকিংয়ে থাকা পুলিশ কর্মীরা গাড়িটিকে দাঁড় করানোর জন্য সিগন্যাল দেয়। এতে বিপদ আঁচ করে গাড়ি চালক সহ পাচারকারিরা সড়কের পাশে গাড়ি রেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। গাড়ি থেকে চেরাই সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত হয়। যার কালোবাজারী মূল্য লক্ষাধিক টাকা। সোমবার গাড়িটি কাঁঠালতলি পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ রিন্টু গগৈ সমঝে দেন পাথারকান্দি ফরেস্ট রেঞ্জের চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বিট ইনচার্জ সঞ্জয় আহিরের কাছে। বর্তমানে কাঠ বোঝাই মিনি লরিটি বন বিভাগের হেফাজতে রয়েছে। এ কান্ডে গাড়ির মালিক ও চালকের নামে বন বিভাগের পক্ষে মামলা দায়ের করা হবে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উক্ত রুট দিয়ে সেগুন কাঠ সহ নেশা সামগ্রী পাচারের ঘটনা নতুন নয়।এতে একাংশ প্রশাসনিক কর্মী ও পাচার মাফিয়াদের যোগসাজ থাকার কথা বার বার প্রমাণিত হলেও সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানতালে চলে আসছে। এমনই অভিযোগ এলাকার সচেতন মহলের।

চুরির ঘটনায় দিশেহারা সাধারন মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ এপ্রিল: কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকায় চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চোরের উৎপাত বৃদ্ধি পাওয়ায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে জনগণ রীতিমত সংশয়ে পড়েছেন। রবিবার গভীর রাতে কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে কালীপুর ১৩নং ওয়ার্ড এলাকায় একটি বাড়ি ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরিকাণ্ড সংঘটিত করে চোরের দল।

সোমবার সকালবেলা কৈলাসহর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা রুমা সরকার নামে এক মহিলার বাড়িতে রবিবার গভীর রাতে চুরি কান্ড সংগঠিত করে চোরের দল। রবিবার গভীররাতে উনার রান্না ঘরের দরজা ভেঙ্গে রান্না ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে চোরের দল এবং একটি গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। আজ সকালবেলা তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান উনার রান্নাঘরের দরজা খোলা পাশাপাশি রান্নাঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র নেই। কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে, তারপর তিনি উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ মূলে কৈলাসহর থানার পুলিশ উনার বাড়িতে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। পাশাপাশি গতকাল গভীর রাতে ওই এলাকায় অবস্থিত একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে চালডাল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল বলে অভিযোগ উঠে।উক্ত বিষয় নিয়ে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন।

মোবাইল চুরি করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ এপ্রিল: মোবাইল চুরি করে পালাতে গিয়ে জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ে উত্তম মধ্যম খেয়েছে চোর। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল সাধারন মানুষ। চৈত্রের বাজারে ধর্মনগরের কালীবাড়ি রোড, সেন্টাল রোড এলাকা জাঁকচমকপূর্ণ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে মানুষের কোলাহল আর ভিড়। এই ভিড়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় ছাত্রী পূজা নাথ বাড়ি কদমতলা তার মোবাইল নিয়ে ফারুক উদ্দিন (৩৮) নামে এক যুবক পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তার বাড়ি পার্শবর্তী রাজ্য আসামের হাইলাকান্দি জেলার রামকৃষ্ণ নগরে।

মোবাইল নিয়ে পালাতে গিয়ে ফারুক উদ্দিন ধর্মনগরের জেলা ট্রেজারি অফিসের ভেতরে ঢুকে পড়লে মানুষ তাকে আটক করে। আটক করে তার কাছ থেকে মোবাইল উদ্ধার করা যায়নি, ফলে তাকে উত্তম মাধ্যম দিতে থাকে। সে নাকি মোবাইলটি আরো কাকে দিয়ে দিয়েছে বলে উপস্থিত মানুষদের বক্তব্য। পরিস্থিতি সঙ্গিন হয়ে পড়লে ধর্মনগর থানা থেকে পুলিশ বাহিনী আসে ফারুক উদ্দিনকে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আটক করে রাখা হয়। উল্লেখ্য প্রতিবছর চৈত্রের মেলা শুরু হবে একটা অংশের মানুষ ব্যস্ত থাকে ভিড়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নগদ টাকা, মোবাইল, সোনা দানা হস্তগত করতে।

ঈদ উপলক্ষে শিশুদের উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল : বেসরকারি মাদ্রাসাতে ছোট ছোট পড়ুয়া শিশুদের মধ্যে ঈদ উল ফিতর (ঈদের) খুশি ফোটাতে যৎসামান্য উপহার দিলেন মাদ্রাসা কর্ণধার তথা শিক্ষক।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও পশ্চিম চন্দ্রপুর গ্রামের বেসরকারি সাহাবিয়া মাদ্রাসায় পড়ুয়া একশো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঈদুল ফিতর (ঈদ) উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন মাদ্রাসার কর্ণধার তথা শিক্ষক সৈয়দ হেদায়েত হোসেন। তাছাড়া, গ্রামের কিছু গরিব মহিলাদের কিছু কাপড় দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম চন্দ্রপুর গ্রামের উপপ্রধান সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য, সিরাজুল ইসলাম, আয়াজ মিয়া সহ পশ্চিম চন্দ্রপুর গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা। উপহার পেয়ে খুশি মাদ্রাসা পড়ুয়া ছোট ছোট শিশু ছাত্রছাত্রীরা। তার পাশাপাশি ইফতারের জন্য কিছু খাবার ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে তুলে দেন সৈয়দ হেদায়েত হোসেন।

প্রচুর নেশা সামগ্রী সহ আটক নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া , ৮ এপ্রিল : রবিবার বিলোনিয়া থানার পুলিশ কুখ্যাত নেশা কারবারি বাপন সাহাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে অভিযুক্ত বাপন সাহার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। আজ দুপুর দেড়টায় ধৃত বাপন সাহাকে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ রবিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ মির্জাপুর সাহা কলোনি এলাকায় বাপন সাহার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তার ঘর থেকে ২০.২০ গ্রাম হেরোইন , ১৫৫ টি ব্রাউন সুগারের কোট্টা , দুটি মোবাইল ও নগদ ৪১০০টাকা উদ্ধার করেছে। ঘটনায় বাপন সাহাকে গ্রেপ্তার করে বিলোনিয়া থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে জানান পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে, আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। এখন দেখার বিষয় হলো জিজ্ঞাসাবাদে আর কাদের নাম বেরিয়ে আসে ধৃতের কাছ থেকে।

ভোটের মুখে কৈলাসহরে যোগদান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ এপ্রিল: পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভোট গ্রহণ আগামী ২৬ এপ্রিল। ভোটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার সকালবেলা কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে একটি নির্বাচনী সভা ও একটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মনকে কিভাবে বিপুল ভোটে জয়ী করা যায় সেইসব বিষয় নিয়ে এদিনের এই নির্বাচনী সভায় আলোচনা করা হয়।

পাশাপাশি এই নির্বাচনী সভার মধ্য দিয়ে একটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ পরিবারের মোট ৭৪ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন এদিন। এই ২০ পরিবারের মধ্যে ১৯ পরিবার সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ও এক পরিবার কংগ্রেস দল ত্যাগ করে আজ বিজেপি দলে শামিল হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চণ্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী টিংকু রায়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মন, ঊনকোটি জেলার বিজেপির সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সিদ্ধার্থ দত্ত, কৈলাসহর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন নীতিশ দে থেকে শুরু করে বিজেপি দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

তাছাড়া রবিবার সন্ধ্যায় আরো এক নির্বাচনী সভায় মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপস্থিত তে ২৩১জন ভোটার শাসকদলের বিভিন্ন দল ছেড়ে যোগ দান করে। ছিলেন চণ্ডিপুরে মন্ডল সভাপতি শ্যাম কুমার সিনহা ও সদস্য বিমল কর।

৫০ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৮ এপ্রিল : আবারো নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে প্রায় ৭৫০০ বোতল নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। সাথে একজনকে আটক করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন সোনামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে। এদিন তিনি বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে রাঙামাটিয়া গ্রামের ৩ নং ওয়ার্ডের তাজুল ইসলামের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে তাজুল ইসলামের বাড়ি থেকে ৭৫০০ বোতল নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।অভিযানে নেশা কারবারি তাজুল ইসলামকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ কিন্তু অপর কারবারী ইমরান হোসেন পুলিশের আঁচ পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এই ব্যাপারে সোনামুড়া থানার পুলিশ একটি এন ডি পি এস মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদারের বাড়ি বাড়ি প্রচার।

'নির্বাচনী সহিংসতা ছাড়া ভোটগ্রহন' কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল: লোকসভার ১৮-তম সাধারণ নির্বাচনের লক্ষ্য হচ্ছে 'নির্বাচনী সহিংসতা ছাড়া ভোটগ্রহণ'। এই লক্ষ্যে আজ অরুন্ধতীনগরস্থিত গ্রাম স্বরাজ ভবনে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা 'নির্বাচনী সহিংসতা ছাড়া ভোটগ্রহণ' কর্মসূচির সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল, স্টেট পুলিশ নোডাল অফিসার জি এস রাও, স্বরাষ্ট্র সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী, ডিজিপি (ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ, আইজি বিএসএফ পিযুষ প্যাটেল এবং আইজি সিএপিএফ ডি এল গোলা।

তাছাড়াও অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮টি জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক, প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারগণ সহ মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, বিডিওগণ ও নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশন আয়োজিত এক সর্বভারতীয় সভায় ২০২৩ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ হিংসামুক্তভাবে আয়োজন করার জন্য রাজ্যের প্রশংসা করা হয়েছে। এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সভায় সকলের সামনে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। তিনি উপস্থিত সকল আধিকারিকদের নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর ও উৎসবের মেজাজে সম্পন্ন করার জন্য রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীগণদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখে তাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দেন। মুখ্যসচিব আশা প্রকাশ করেন গত বিধানসভা নির্বাচনের ধারা বজায় রেখে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনও হিংসামুক্ত হবে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন জানান, সুষ্ঠু ও হিংসামুক্ত নির্বাচনের জন্য আধিকারিকদের অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও জানান, ১ মার্চ, ২০২৪ থেকে এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ২ হাজার ৫০০-এর উপর ফ্ল্যাগমার্চ সংঘটিত করা হয়েছে। গত ১ মাসে প্রায় ৯ কোটি টাকার অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৮৩ শতাংশ ভোট হয়েছিল। এবার ভোট প্রদানের হার আরও বৃদ্ধি করাই মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, আগামী ১০ ও ১২ এপ্রিল ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় আসনে এবং ১৭ ও ১৮ এপ্রিল ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় আসনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগ্য ভোটারদের ভোটগ্রহণ করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড় সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল মিশন নির্ভীক-এর উপর একটি তথ্যচিত্র নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ একটি লিফলেটও প্রকাশ করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।